জীবনের শেষ দিন

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

ভূমিকা

মৃত্যু অবধারিত। এ থেকে পালাবার কোন পথ নেই। মুমিন বান্দার জন্য এই মৃত্যু আরো গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মৃত্যুর মাধ্যমেই তার মিলন ঘটে পরম প্রিয় মাওলার সাথে। মুমিনের জন্য মৃত্যু হচ্ছে একটি সেতু স্বরূপ। যা অতিক্রম করে সে বন্ধুর সাথে মিলিত হবে। তাই মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে দাফন পরবর্তী পর্যায় অত্যন্ত সুষ্ঠু ও শরীআত সম্মতভাবে অতিক্রম করা জরুরী। যাতে মাওলার সাথে তার মিলন মাওলার ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এসব বিষয়ের শরঈ আহকাম না জানা থাকার দরুন আমরা মৃত ব্যক্তির সাথেও সুন্নতের বরখেলাপ আচরণ করে নিজেরাও গুনাহগার হচ্ছি আর তাকেও আযাবের সম্মুখীন করছি। সুতরাং মৃত ব্যক্তির সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে, কিভাবে তাকে দাফন করতে হবে এবং দাফন পরবর্তী সময়ে আমাদের কি করণীয় রয়েছে- সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে অত্র পুস্তিকায়। পূর্ববর্তী সংস্করণ কিছুটা

www.islamijindegi.com

সংক্ষিপ্ত থাকায় এবং হাওয়ালা না থাকায় বর্তমান সংস্করণে সেসব বৃদ্ধি করে পূর্ণতা দানের চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের এই মেহনত কবুল করে নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

সূচীপত্র **পৃঃ**

মৃত্যু অবধারিত ৫

দুনিয়ার হায়াত কিভাবে কাটাবে? ৮

মৃত্যুরোগীর ব্যাপারে অন্যদের করণীয় ৯

মৃত্যুরোগীর করণীয় ১১

মৃত্যু রোগের হুকুম ১২

মুমূর্ষু অবস্থায় করণীয় ১৩

মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বর্জনীয় কাজ ১৬

মৃত্যুর পর করণীয় কাজ ১৭

মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফন দেয়ার তরীকা ১৯

মৃত্যুর পর বর্জনীয় কাজ ২০

দাফন পরবর্তী করণীয় কাজ ২৩

মহিলাদের ইদ্দত পালনের নিয়ম ২৬

দ্রুত সম্পদ বণ্টন জরুরী ২৮

ইয়াতীমের দেখাশুনার ফযীলত ২৯

বিধবা মহিলার বিয়ে দেয়া শরীয়তের হুকুম ৩০

দাফন পরবর্তী বর্জনীয় কাজ ৩৩

ইয়াতীমের মাল খাওয়া ৪১

বোনদের মাল খাওয়া ৪৭

www.islamijindegi.com

باسمه تعالى

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيد المرسلين-

মৃত্যু অবধারিত

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

كل نفس ذائقة الموت ط وانما توفون اجوركم يوم القيامة ط فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ط وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور-

অর্থ: জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে; অতঃপর যাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে হবে সাফল্যবান। বস্তুত পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান-১৮৫)

তাফসীর: আখিরাতের চিন্তা মূলত যাবতীয় দুঃখ বেদনার প্রতিকার ও সমস্ত সংশয়ের উত্তর। উক্ত

www.islamijindegi.com

আয়াতে এই বাস্তব তাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। তাই এ দুনিয়াবী ক্ষণস্থায়ী জীবনে যদি কখনো কোথাও কাফিররা বিজয়ী হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ আরাম আয়েশ লাভ করে আর তারই বিপরীতে মুসলমানগণ যদি বিপদাপদ, জটিলতা ও পার্থিব উপকরণে সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়, তাহলে তা তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়। তাতে দুঃখিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ, এ বাস্তবতা সম্পর্কে কোন ধর্ম, কোন মতাবলম্বী, কিংবা কোন দার্শনিকই অস্বীকার করতে পারে না যে, পার্থিব দুঃখ-কষ্ট বা আরাম আয়েশ উভয়টিই কয়েক দিনের জন্য মাত্র। উপরন্তু এর দ্বারা মুমিনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়, দরজা বুলন্দ হয়। কোন জানদার বা প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না। তাছাড়া মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট কিংবা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পৃথিবীতেই আবর্তিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। আর পৃথিবীতে যদি শেষ না ও হয়, তবে মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। কাজেই কয়েকদিনের সুখ-দুঃখ নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে

www.islamijindegi.com

থাকা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং মৃত্যুর পরবর্তী স্থায়ী জীবনের চিন্তা করাই উচিত যে, সেখানে কি হবে এবং তার জন্য ঈমান ও আমলের প্রস্তুতি কিভাবে নিতে হবে এবং কতটুকু নিতে পারলাম। এজন্যই এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আখিরাতে নিজের কৃতকর্মের পুরস্কার বা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে কেবল এ বিষয়েই চিন্তা করা উচিত এবং সেই লোকই সত্যিকার কৃতকার্য, যে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং জান্নাতের স্থায়ী আরাম আয়েশ ও সুখ শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি দুনিয়ার সামান্য কয়েকদিনের পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে গর্বিত হয়ে উঠে, তবে সেটা একান্ত ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। সে জন্যই আয়াতে বলা হয়েছে - দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকার উপকরণ'। তার কারণ এই যে, সাধারণতঃ এখানকার ভোগ বিলাসই হবে আখিরাতের কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে,

www.islamijindegi.com

দুনিয়াতে দীনের জন্য দুঃখ-কষ্ট হবে আখিরাতের সঞ্চয়। (মা'আরিফুল কুরআন, ২/ ২৫৫)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে নিজের নফস ও খাহেশকে নিজের আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয় এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। (তিরমিযী শরীফ- হাদীস নং ২৪৫৯, ইবনে মাজাহ শরীফ- হাদীস নং ৪২৬০, মিশকাত শরীফ, ২/ ৪৫১)

দুনিয়ার হায়াত কিভাবে কাটাবে?

প্রত্যেকের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো পরিপূর্ণরূপে আঞ্জাম দেয়া খুবই জরুরী। কেননা, উক্ত কাজগুলোই দীনের সারমর্ম।

(ক) নিজের ঈমান আক্বীদা সহীহ ও মজবুত করা। কুফরী-শিরকী বিশ্বাস থেকে অন্তরকে পাকা রাখা।

(খ) ইবাদত বন্দেগী আমলী মশকের মাধ্যমে পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী শিখে নেয়া।

(গ) রিযিককে হালাল রাখার ফিকির করা।

www.islamijindegi.com

(ঘ) আরো কর্তব্য হচ্ছে- মা-বাপ, স্ত্রী-সন্তান তথা বান্দার হকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যাতে করে কারোর হক যিম্মায় না থেকে যায়। কারণ এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। হাশরের ময়দানে পাওনাদারকে নেকী দিয়ে তার পাওনা পরিশোধ করতে হবে। যদি তাকে দেয়ার মত নেকী না থাকে বা পাওনা পরিশোধ করতে যেয়ে নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহলে পাওনাদারের গুনাহের বোঝা নিজের কাঁধে নিতে হবে এবং শেষে নেকীশূন্য অবস্থায় গুনাহের পাহাড় কাঁধে নিয়ে দোযখে যেতে হবে। হাদীস শরীফে এ ধরনের লোকদেরকে আসল মিসকিন বলা হয়েছে। সুতরাং সারা জীবন এ সব ব্যাপারে তৎপর থাকতে হবে। কারোর নিকট ঋণী থাকলে, সাথে সাথে খাতা বা ডায়রিতে লিখে রাখতে হয় এবং পরিশোধের জন্য ব্যতিব্যস্ত থেকে যখনই ব্যবস্থা হয়, সেই মুহূর্তে পাওনাদারকে তার পাওনা পৌঁছে দেয়া জরুরী। যদি নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে লজ্জাবোধ করে দূরে না থেকে পাওনাদারের সাথে যোগাযোগ

www.islamijindegi.com

করে তার থেকে পাওনা পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করে নেয়া কর্তব্য। মূর্খ লোকেরা অযথা লজ্জা করে তার থেকে দূরে দূরে থেকে অপরাধী ও হক নষ্টকারী প্রমাণিত হয়। (বুখারী শরীফ-মিশকাত শরীফ, ২/ ৪৩৫)

(ঙ) নিজের আত্মার রোগের চিকিৎসার জন্য এবং অন্তরের ভাল গুণসমূহ অর্জনের জন্য কোন হক্কানী বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক রাখা।

(চ) গুনাহে কবীরা, হারাম, মাকরূহে তাহরীমী ও সন্দেহজনক মনে হয় এমন জিনিস থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা।

(ছ) নিজের পরিবারের লোকজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও মহল্লাবাসী লোকদেরকে সর্বদা দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকা এবং তাদেরকে দীনের তা'লীম দিতে থাকা। সার কথা আল্লাহর দীনের জন্য প্রতিদিন কিছু সময় বের করা। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৭৭/ বুখারী শরীফ, ২/ ৮৯৬)

www.islamijindegi.com

উল্লেখিত পদ্ধতিতে জীবন-যাপনের পর যখন মৃত্যু আসন্ন মনে করবে তখন শরীআতের দৃষ্টিতে করণীয় ও বর্জনীয় কি? তা বুঝার সুবিধার্থে ছয় অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে-

মৃত্যুরোগীর ব্যাপারে অন্যদের করণীয়

রোগীকে দেখতে যাওয়া অতিশয় সওয়াবের কাজ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা করণীয় কাজগুলো থেকে দারুণভাবে গাফেল থাকি। আর যা করণীয় নয় তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ি, যার ফলে মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে করণীয় কাজগুলো জানা নিতান্তই জরুরী। মৃত্যুরোগীর ব্যাপারে অন্যদের করণীয় কাজগুলো নিম্নরূপ:

(১) সুন্নাত হিসাবে রোগীর বৈধ চিকিৎসা সাধ্যমত চালিয়ে যাবে। কিন্তু ভরসা আল্লাহ তা'আলার উপর রাখবে, ঔষধের উপর নয়। কারণ, ঔষধের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ চাহে তো শেফা হবে। (আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং ৩৮৫৫)

(২) রোগীর উযূ-নামাযের ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখবে। হুশ-জ্ঞান ঠিক থাকা পর্যন্ত তাকে সব কাজে সহযোগিতা করে করিয়ে নিবে। সতর খোলা থাকতে দিবে না। তবে হ্যাঁ, চিকিৎসার প্রয়োজনে যতটুকু সতর না দেখলেই নয় ততটুকু সতর ডাক্তার সাহেব দেখতে পারেনি। অন্যদের জন্য ছতর দেখা হারাম। (আদ্ দুররুল মুখতার-৬/ ৩৭০)

(৩) মৃত্যুরোগীর আত্মীয়রা মৃত্যুরোগীকে দেখতে যাবে। কেউ রোগীকে সকালে দেখতে গেলে ৭০ হাজার ফেরেশতা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর দরবারে দু'আকরতে থাকে। (ইবনে মাজাহ শরীফ-হাদীস নং ১৪৪২, মুসনাদে আহমদ-হাদীস নং ৬১৪, যাদুল মাআদ-১/ ৪৭৮)

রোগীকে শুনিয়ে নিমোক্ত দু'আ সাতবার পড়বে-

اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك-

ফযীলত: যদি ঐ রোগেই তার মৃত্যুর ফয়সালা না হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে উক্ত দু'আর

www.islamijindegi.com

ওসীলায় দ্রুত সুস্থ করে দিবেন। (আবু দাউদ শরীফ- হাদীস নং ৩১০৬)

(৪) রোগী দেখতে গেলে তাকে তার হায়াত সম্পর্কে নিশ্চিত করবে এবং তার নিকট ভাল কথা আলোচনা করবে, দুনিয়াবী কোন বিষয়ে আলোচনা করবে না। কেননা, সে সময় ফেরেশতারা উপস্থিত লোকদের কথার উপর আমীন আমীন বলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তার হায়াত সম্পর্কে এভাবে নিশ্চিত করতেন: لا بأس طهور انشاء الله-

অর্থ: ভয়ের কোন কারণ নেই, ইনশা-আল্লাহ আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৩৬১৬, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ৯১৮, তিরমিযী শরীফ- হাদীস নং ৯৭৭)

কিতাবে লিখেছে, রোগীকে দেখতে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য এটাই যে, সাক্ষাতকারী তাকে তার হায়াত সম্পর্কে নিশ্চিত করবে। যাতে করে সে শান্তি ও সুস্থতাবোধ করে এবং যতক্ষণ বেঁচে থাকে নিশ্চিত

www.islamijindegi.com

মনে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী এবং যিকির আযকার করতে পারে। (আহকামে মায়্যিত-২০)

(৫) রোগী দেখতে গেলে তার নিকট দু'আ চাইবে। কারণ, তার দু'আ আল্লাহ তাআলার নিকট ফেরেশতার দু'আর মত মাকবুল। (ইবনে মাজাহ শরীফ-হাদীস নং ১৪৪১)

(৬) তার জায়েয খায়েশ/চাহিদা পূর্ণ করবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একদা এক মুমূর্ষু রোগীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কি খেতে চাও? সে জবাবে বললো, গমের আটার রুটি। তৎকালীন যুগে আটা সহজলভ্য ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের রা. মাঝে ঘোষণা করলেন তাদের কারো কাছে গমের আটা থাকলে অনতিবিলম্বে এ ব্যক্তির জন্য পাঠিয়ে দিতে। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং ১৪৩৯)

(৭) মৃত্যু আসন্ন মনে হলে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে কেউ মুমূর্ষ রোগীর পাশে বসে সূরা ইয়াসীন

www.islamijindegi.com

তিলাওয়াত করবে বা অন্যের মাধ্যমে তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করবে। কারণ, তা দ্বারা রোগীর মৃত্যু কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৩১২১, ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং ১৪৪৮, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২০৩২৫)

(৮) তাকে কালিমায়ে তায়্যিবার তালক্বীন করতে থাকবে। অর্থাৎ তার নিকট বসে সে শুনতে পায় এতটুকু আওয়াজে একজন উক্ত কালিমা পড়তে থাকবে। যাতে সে তা শ্রবণ করে নিজেও পড়তে আগ্রহী হয় এবং তা পড়ে নেয়। মৃত্যুর পূর্বে যদি একবার পড়ে নেয়, অতঃপর মৃত্যুর পূর্বে আর দুনিয়াবী কথা-বার্তায় লিপ্ত না হয়, তাহলে সে হাদীসের মর্মানুযায়ী (যার সর্বশেষ উচ্চারিত বাক্য হবে-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৯১৬)

জান্নাতের অধিকারী হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কালিমা পাঠের পর কোন দুনিয়াবী কথা-বার্তায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে পুনরায় তার নিকট বসে উক্ত

www.islamijindegi.com

কালিমার তালকীন করতে থাকবে। যাতে করে সে পুনরায় পড়তে আগ্রহী হয়ে তা পড়ে নেয় এবং তার শেষ কথা - লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, একবার পড়ার পর আর পড়ানোর চেষ্টা করবে না। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৯১৬, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৩১১৭, আদ্ দুররুল মুখতার ২/ ১১৯)

মৃত্যুরোগীর করণীয়

মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে অবগতি লাভ করার পূর্বে শরীআতের দৃষ্টিতে মৃত্যুরোগ বা মুমূর্ষু অবস্থা কাকে বলে ও তার হুকুম কি তা জানা আবশ্যক।

মৃত্যুরোগ

শরীআতের দৃষ্টিতে মৃত্যুরোগ বলা হয় এমন রোগকে যার মধ্যে একই সাথে তিনটি শর্ত পাওয়া যায়। শর্ত তিনটি নিম্নরূপ :

(ক) অসুস্থতা ও দুর্বলতা এমন পর্যায়ে চলে যাওয়া যে, অসুস্থ ব্যক্তি একেবারেই কর্মক্ষম হয়ে নিজের

একান্ত ক্ষুদ্র কাজ আঞ্জাম দিতেও অন্যের মুখাপেক্ষী হয়।

(খ) অসুখ এক বছরের মধ্যে সীমিত থাকা।

(গ) এ অসুখেই মৃত্যুবরণ করা, মাঝখানে আর সুস্থ না হওয়া।

মৃত্যু রোগের হুকুম

উপরোক্ত শর্ত তিনটি যার মধ্যে পাওয়া যাবে, শরীআতের দৃষ্টিতে সেই মুমূর্ষু রোগী। আর কোন ব্যক্তির এ অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর তার গোটা সম্পদের তিন ভাগের দুইভাগ থেকে তার মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তার পক্ষ থেকে কৃত যাবতীয় ওসিয়্যত মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া গোটা সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং সম্পদের এতটুকুর মধ্যেই তা প্রযোজ্য হয়। তবে এ অসিয়্যতও আবার প্রযোজ্য হয় ওয়ারিশ (মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদে যাদের অংশ শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত) ব্যতীত অন্যদের বেলায়। কারণ, শরীআতের দৃষ্টিতে কোন

www.islamijindegi.com

ওয়ারিশের জন্য ওসিয়্যত করা নাজায়েয। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে : لا وصية لوارث

অর্থাৎ, কোন ওয়ারিশের জন্য কোন ওসিয়্যত জায়েয নেই।

সুতরাং মৃত্যুরোগী কোন মহিলা যদি মুমূর্ষাবস্থায় তার স্বামী নিকট প্রাপ্য স্বীয় মোহরকে মাফ করে দেয়, তাহলে তার এ মাফ করে দেওয়াটা নাজায়েয হবে এবং তা মাফ হবে না। বরং সেই মহরের অর্থের মধ্যে সকল ওয়ারিশের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তেমনিভাবে মৃত্যুরোগী ঐ অবস্থায় কাউকে কিছু দিলে তাও ওসিয়্যত গণ্য হবে। সুতরাং ঐ অবস্থায় যদি নিজের কোন ওয়ারিশকে- যেমন নিজের ছোট ছেলে বা মেয়েকে কিছু দেয়, তাহলে ওয়ারিশের জন্য ওসিয়্যত বাতিল বলে গণ্য হবে। আর ওয়ারিশ ব্যতীত অন্য কাউকে দিলে তার সমুদয় মালের তিন ভাগের একভাগ পর্যন্ত দিতে পারবে।

www.islamijindegi.com

মুমূর্ষু অবস্থায় করণীয়

সারা জীবন আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করতে চেষ্টারত থাকা অবস্থায় যখন অনুভব হয় যে, আমি হায়াতের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি বা সম্ভবত আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে, তখন খুব লক্ষ্য করে দেখবে যে, আল্লাহর হক নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি থেকে কোনটা বা কোনটার আংশিক অনাদায় রয়ে গেছে কি-না? যদি থেকে থাকে তাহলে তার জন্য ওসিয়্যত করে যাওয়া জরুরী। যেমন, উমরী কাযা পড়ার পরেও হয়ত কিছু নামায বা রোযা রয়ে গেছে, হয়ত কোন বছরের যাকাত আদায় করা হয়নি বা ফরয হজ্জ আদায় করা হয়নি। তাহলে অসিয়্যতের মাধ্যমে সেগুলো আদায়ের বন্দোবস্ত করে যাওয়া জরুরী। এমনিভাবে এটাও দেখবে যে, বান্দার কোন হক রয়ে গেছে কি-না? বাপ-মায়ের নাফরমানী বা তাদের যথাযথ খেদমত না করা, স্ত্রীর মহর ও হক আদায় না করা, বোন, মেয়ে বা এ জাতীয় অন্য কারো প্রাপ্য হক ঠিকমত না দেয়া বা কারো ঋণ

www.islamijindegi.com

পরিশোধ না করা, অর্থ-সম্পদের ঋণ হোক বা তাদের জান মাল বা ইজ্জতের ক্ষতি করার ঋণ হোক। যেমন- অবৈধভাবে কারো দোষ চর্চা করা, তার ইজ্জতের ক্ষতি করা- এ ধরনের কোন ঋণ বা বান্দার হক রয়ে গেলে তাও দ্রুত পরিশোধ করার ব্যবস্থা করবে বা তাদের থেকে মাফ চেয়ে নিবে। অর্থ-কড়ির ঋণ টাকা-পয়সা দ্বারা শোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ না পারলে যতটুকু সম্ভব তা-ই দিয়ে অবশিষ্ট অংশের জন্য মাফ চেয়ে নিতে হবে। এমনকি যদি মোটেও না দিতে পারা যায়, তবুও লজ্জা না করে মাফ চেয়ে নিবে। কারণ, দুনিয়ার মা'মুলী লজ্জার চেয়ে আখিরাতের আগুন কোটি গুণ ভয়াবহ ও মারাত্মক। কারো গীবত করে থাকলে বা মৌখিকভাবে কাউকে গালমন্দ করে কষ্ট দিয়ে থাকলে তাদের থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। তাদের কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে থাকে তাহলে তার ওয়ারিশদেরকে দিয়ে দেবে, আর যদি তাদের কাউকে না পায় তাহলে তার জন্য ইস্তিগফার করবে এবং সম্ভব হলে তার জন্য কিছু দান-খয়রাত

করবে। ইনশাআল্লাহ তাতে সে খুশি হয়ে ঋণ মাফ করে দিবে।

ঐ মুহূর্তে নিম্নোক্ত আমলগুলো করবে বা অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নিবে

(১) নিজে বেশি বেশি ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকবে, আর মৃত্যুর পর তাকে কেন্দ্র করে যাতে কোন রকম শরীআত বিরোধী কাজকর্ম না হয়, তার আত্মীয়-স্বজনদের কারো থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য কষ্টদায়ক কোন কাজ যেমন: আওয়াজ করে ক্রন্দন করা, বুক-মাথা চাপড়ানো, পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেড়ে ফেলা, মুখে জাহিলী যুগের শব্দ উচ্চারণ করা ইত্যাদির কোন কিছু যেমন প্রকাশ না পায়, বিশেষ করে দাফনে যাতে বিলম্ব না করা হয় বরং তাকে তাড়াতাড়ি তার ঠিকানা বেহেশতের বাগান কবরে পৌঁছে দেয়া হয় এবং তিন দিনা, সাত দিনা, ত্রিশা, চল্লিশা, কুলখানী বা অর্থের বিনিময়ে খতম, মীলাদ ইত্যাদির আয়োজন যেন কিছুতেই না করা হয়, সে জন্য

আত্মীয়-স্বজনকে জোর তাকিদমূলক ওসিয়্যত করে যাবে। বরং আগেই ওসিয়্যত নামা লিখে যাবে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১২৯৪, ১২৮৭, ১৩১৫, ২৬৯৭, ২৭২৭৩৮, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৯৩৩, ১৭১৮, ১৬২৭)

(২) হায়াতে ছেলেদেরকে কোন কিছু হেবা করলে মেয়েদেরকেও সেই পরিমাণ হেবা করবে। তবে সন্তানাদির কেউ যদি বেশি দীনদার বা আলেম হয় এবং সে আর্থিক দিক দিয়ে অসচ্ছল হয়, আর অন্যরা সম্পদশালী হয়। কিংবা এমন হয় যে, তাদেরকে সম্পদ হেবা করে গেলে আল্লাহর নাফরমানীতে তা খতম করে ফেলবে, তাহলে এ ক্ষেত্রে দীনদার ছেলেকে সম্পদ বেশি দিলে শরীআতে কোন নিষেধ নেই। বরং এটা হবে উত্তম কাজ। কারণ, এ সুরতে ঐ সম্পদ আল্লাহর দীনের কাজে ব্যয় হবে। (আল বাহরুর রায়িক ৭/ ৪৯০)

(৩) যথাসম্ভব সর্বক্ষণ কোন না কোন আমলের মধ্যে নিমগ্ন থাকার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে নিম্নোক্ত আমলগুলো গুরুত্ব সহকারে করবে:

www.islamijindegi.com

(ক) বেশি বেশি কালিমায়ে তায়্যিবা ও কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে। (মুসতাদরাকে হাকেম-হাদীস নং-১২৯৯, মুসনাদে আহমদ-হাদীস নং-২২০৯৫, আবু দাউদ শরীফ- হাদীস নং-৩১১৬)

(খ) নিম্নের এই দু'আ ৪০ বার পাঠ করবে-

لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين لا اله الا الله

والله اكبر- لا اله الا لله وحده لا شريك له لا له الا الله

له الملك وله الحمد لا اله الا لله لا حول ولا قوة الا بالله-

উপরোক্ত দু'আ পাঠ করে মৃত্যুবরণ করলে বিছানায় মৃত্যুবরণ করেও শাহাদাতের মউত নসীব হয়। আর ঐ অসুখে মৃত্যু না আসলেও উক্ত দু'আ পাঠের ফযীলতে সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (মুসতাদরাকে হাকেম-১/ ৫)

(গ) মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পেলে কিবলামুখী হয়ে ডান কাতে শুয়ে পড়বে, বা অন্য কাউকে শুইয়ে দিতে বলবে এবং নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে।

اللهم انى اهوذبك فى غمرات الموت وسكرات الموت-

www.islamijindegi.com

উক্ত দু'আ পাঠ করলে মৃত্যু কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়। (তিরমিযী শরীফ-১/ ১৯২)

বি.দ্র.- মৃত্যুর আলামতসমূহ নিম্নরূপ :

(১) নাক একদিকে সামান্য বাঁকা হয়ে যাওয়া।

(২) শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বেগে প্রবাহিত হওয়া ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়া।

(৩) পা ঢিলা হয়ে যাওয়া এবং দাঁড়াতে না পারা।

(৪) কানপট্টি ভেঙ্গে যাওয়া। (আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ১৮৯, আহকামে মায়্যিত-২২৬)

(ঘ) মৃত্যুর আলামত পুরোপুরি প্রকাশ পেলে পড়তে থাকবে- اللهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق الاعلى-

এবং সেই সাথে কালিমায়ে তায়্যিবা বা অন্য কোন যিকির করতে চেষ্টা করবে। (তিরমিযী শরীফ-২/১৮৭, আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং-৩১১৬)

মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় বর্জনীয় কাজ

(ক) রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে হালাল হারামের খেয়াল করা হয় না, অনেক সময় হারাম জিনিস

www.islamijindegi.com

দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, হিন্দুদের থেকে ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ নেয়া হয়, অথচ তারা কুফরী কালাম দিয়ে এগুলো করে থাকে। (আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং-৩৮৭০, ৩৮৭৪, আহকামে মায়্যিত-২২৩)

(খ) রোগীর উযূ, নামায, সতর ইত্যাদির ব্যাপারে খেয়াল করা হয় না, অথচ এ অবস্থায়ও তার উপর এগুলো জরুরী। তাই মৃত্যুরোগীর নিকটাত্মীয়দের এগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। (আহকামে মায়্যিত-২২২, ২১৯)

(গ) অনেকে রোগী দেখতে যেয়ে সুন্নাত মুতাবিক দু'আ তো পড়েই না উপরন্তু রোগীর সামনে এমন এমন কথা বলে যার দ্বারা রোগী তার হায়াত থেকে নিরাশ হয়ে যায়, এটা মারাত্মক ভুল। (মুসলিম শরীফ-হাদীস নং-৯১৯, নাসায়ী শরীফ-হাদীস নং-১৮২৫, আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং-৩১১৫)

(ঘ) মুমূর্ষাবস্থায় মৃত্যুরোগী এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত সম্পদে কারো জন্য ওসিয়্যত করবে না। কারণ, মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর এর

অতিরিক্ত সম্পদ থেকে তার মালিকানা খতম হয়ে যায়। (আহকামে মায়্যিত-২২৬)

(ঙ) কোন ওয়ারিশের জন্য সম্পদের ওসিয়্যত করবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী অনুযায়ী ওয়ারিশের জন্য মৃত্যুরোগী কর্তৃক কৃত সম্পদের কোন ওসিয়্যত গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা জায়েযও নয়। সুতরাং পিতা তার পুত্রের জন্য বিশেষ কোন সম্পদের ওসিয়্যত করতে পারবে না, যদিও তার ছোট ছেলে বা মেয়ের জন্য হোক না কেন? স্বামী তার স্ত্রীর জন্য কিংবা স্ত্রী তার স্বামীর জন্য মুমূর্ষাবস্থায় কোন ওসিয়্যত করতে পারবে না। অন্যান্য আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। (মুসনাদে আহমদ-হাদীস নং ১৭৬৮০, ইবনে মাজাহ শরীফ-হাদীস নং-২৭১৩)

(চ) মুমূর্ষাবস্থায় সন্তানাদিকে সামনে এনে বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমন: টাকা কোন্ ব্যাংকে রেখেছ? অমুক জমির পজিশন কি? ইত্যাদি। এগুলো একেবারেই অনুচিত। কারণ, এর

www.islamijindegi.com

দ্বারা মৃত্যুরোগীর অন্তর দুনিয়ামুখী হয়ে যায়। আর জীবনের শেষ মুহূর্তে তার অন্তরকে দুনিয়ামুখী করা মারাত্মক ভুল। (আহকামে মায়্যিত-২২৮)

(ছ) মুমূর্ষাবস্থায় নিজের কোন অঙ্গ যেমন: চক্ষু, কিডনী ইত্যাদি দানের ওসিয়্যত করে যাবে না। কারণ, কারো কোন অঙ্গ তার মালিকানাধীন নয়, বরং সবকিছুতেই মালিকানা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। মানুষকে সাময়িকভাবে হেফাজত করা ও দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র। (কানযুল উম্মাল: ২/ ৯৩, ফাতাওয়ায়ে শামী-৫/ ৫৮)

(জ) কালিমার তালক্বীন করার ক্ষেত্রে মৃত্যুরোগীকে কালিমা পড়তে আদেশ দেয়া হয়, যা একেবারেই অনুচিত। কারণ, মুমূর্ষুরোগী মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কালিমা পড়তে অস্বীকার করে বসতে পারে। পরিণতি এই হয় যে, একটা মুস্তাহাব আমল করাতে গিয়ে একজন ঈমানদার ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কত বড় স্পর্শকাতর বিষয়!

www.islamijindegi.com

আমরা কি এক মুহূর্তও চিন্তা করে দেখেছি? সুতরাং তাকে কালিমা পড়তে হুকুম করবে না; বরং মৃত্যুরোগী শুনতে পায় এতটুকু আওয়াজে তার পাশে কালিমা পড়তে থাকবে, যাতে করে সে তা শুনে নিজেও পড়ে নেয়। একবার পড়ে নিলে দ্বিতীয়বার পড়ার জন্য আর তালক্বীন করবে না। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত কালিমার তালক্বীন করতেই থাকতে হবে- এমন মনে করা ভুল। (আদ্ দুররুল মুখতার ২/ ১৯১)

(ঝ) অনেকে মূর্খতাবশত রোগীর নিকট সূরা ইয়াসীন পড়তে দেয় না। তারা মনে করে এটা পড়াতে রোগীর আর বাঁচার আশা থাকে না, এমনটি মনে করা ভুল। (আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং-৩১২১, সহীহ ইবনে হিব্বান-হাদীস নং-২৯৯১, আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ১৯১)

মৃত্যুর পর করণীয় কাজ

www.islamijindegi.com

(ক) কারো মৃত্যুর খবর কানে পৌঁছার সাথে সাথে এই দু'আ পড়বে: انا الله وانا اليه راجعون- (মুসলিম শরীফ-হাদীস নং-৯১৮)

অতঃপর কিছু সূরা ও দরূদ শরীফ পড়ে তার রুহের মাগফিরাতের জন্য অন্তরে অন্তরে দু'আ করবে আর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা নিম্নোক্ত দু'আটিও পড়বেঃ اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلفنى خيرا منها (মুসলিম শরীফ-হাদীস নং-৯১৮, মুসনাদে আহমদ-হাদীস নং-১৬৩৫০) এবং বিরহ বেদনার উপর সবর করবে, কোনরূপ অধৈর্য প্রকাশ করবে না।

(খ) ইন্তিকাল হওয়া মাত্রই তার হাত-পা সোজা করে দিবে, উভয় পা ফিতা বা কাপড়ের টুকরা দ্বারা বেঁধে দিবে, চোখ-মুখ বন্ধ করে দিবে, মুখ সহজেই বন্ধ করা না গেলে বা বন্ধ না থাকলে থুতনি ও মুখ কোন কিছু দ্বারা বেঁধে দিবে এবং পেটে ভারী কিছু রেখে দিবে, যেমন হাওয়া ঢুকে পেট ফুলে না যায়। সম্পূর্ণ শরীর চাদর দ্বারা ঢেকে দিবে এবং তাকে

www.islamijindegi.com

আর মাটিতে বা ফ্লোরে রাখবে না, বরং কোন খাটিয়ার উপর রাখবে। (আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ১৯৩)

(গ) মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখার সময় এই দু'আ পড়বে: بسم الله وعلى ملت رسول الله-

অতঃপর এই দু'আ পড়বে-

اللهم يسر عليه امره وسهل عليه ما بعده واسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج منه-

(ঘ) আর পার্শ্ববর্তী লোকজন বা আত্মীয়-স্বজনদের কর্তব্য হচ্ছে তারা মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে সান্ত্বনা দিবে এবং তাদেরকে সবর করতে বলবে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিলে তার বরাবর সওয়াব পাওয়া যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২: ১৯৩ ও ৬: ২৬/ আহকামে মায়্যিত, ৩০-৩১, ৯৩, মুসনাদে আহমদ: ৫/ ২৭২)

(ঙ) ইন্তিকালের সাথে সাথে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বা অন্যরা তার মৃত্যুর খবর এ'লান/ ঘোষণা করে দিবে এবং কাফন-দাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে যাবতীয় কাজ তথা গোসল, কাফন,

www.islamijindegi.com

কবর খনন ইত্যাদি ভাগ করে নিবে এবং নিজেরা কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১৩১৫, আবু দাউদ শরীফ- হাদীস নং-৩১৫৯, ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ৮৩ মাকতাবায়ে যাকারিয়া)

কিছু লোক মৃতকে গোসল দেয়ার জন্য বরই পাতা মিশ্রিত পানি গরম করে গোসলের সব রকম ব্যবস্থা সম্পন্ন করবে। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে যে বেশি দীনদার তার মাধ্যমে গোসল দেয়ানো ভাল। অন্য যে কোন মুসলমান ব্যক্তিও গোসল দিতে পারেন। প্রয়োজনে স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারে। তবে স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না। সুতরাং এরূপ অপারগতার ক্ষেত্রে স্বামী হাতে কাপড় পেঁচিয়ে স্ত্রীকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে। এ ক্ষেত্রে গোসলের প্রয়োজন নেই। গোসল এমন নির্জন স্থানে দিবে যেখানে অন্য লোকেরা ভিড় জমাবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ৮৭, ৯০, ১৪৬- মাকতাবায়ে যাকারিয়া)

মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফন দেয়ার তরীকা

www.islamijindegi.com

১. মায়্যিতকে খাটিয়ার উপর শুইয়ে তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত মোটা কাপড় দ্বারা ঢেকে তার পরিধানের সব কাপড় খুলে দিবে।

২. তারপর হাতে কাপড় পেঁচিয়ে ৩/ ৫ ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করিয়ে ঐ স্থান ধৌত করে দিবে।

৩. তারপর নাকে, মুখে, কানে তুলা দিয়ে উযূ করাবে। তবে মুখে ও নাকে পানি প্রবেশ করাবে না। প্রথমে চেহারা তারপর কনুইসহ দু'হাতে ধোয়াবে, অতঃপর মাথা মাসাহ করিয়ে উভয় পা ধোয়াবে।

৪. গোলাপ, সাবান বা এ জাতীয় জিনিস দ্বারা মাথা ধোয়াবে।

৫. মায়্যিতকে বাম কাঁতে শুইয়ে শরীরের ডান পার্শ্বে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরই পাতা মিশ্রিত হালকা গরম পানি তিনবার এমনভাবে ঢেলে গোসল করাবে যাতে পানি বাম পাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর ডান কাঁতে শুইয়ে শরীরের বাম পার্শ্বে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগের নিয়মে তিনবার ধোয়াবে।

www.islamijindegi.com

৬. অতঃপর মায়্যিতকে নিজের শরীরের সাথে ঠেস লাগিয়ে কিঞ্চিত বসিয়ে হালকাভাবে পেটের উপর থেকে নিচের দিকে মালিশ করবে। তারপর কাপড় পেচানো হাতে ইস্তিঞ্জার জায়গা মুছে ফেলে প্রয়োজনে ধুয়ে দিবে।

উল্লেখ্য যে, এতে উযূ গোসলের কোন ক্ষতি হবে না।

৭. অতঃপর মায়্যিতকে আরেকবার বাম কাঁতে শুইয়ে কর্পূর মিশানো পানি শরীরের ডান পার্শ্বে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার এমনভাবে ঢালবে যেন বাম পাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অনুরূপভাবে অপরদিকেও ঢালবে।

৮. এরপর শুকনো কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর ভালভাবে মুছে দিবে।

৯. মায়্যিতকে কাফনের উপর রাখার পর তার নাক-কানের তুলা বের করে ফেলবে। অতঃপর তার মাথায় এবং পুরুষ হলে দাঁড়িতেও আতর লাগিয়ে দিবে। কাফনের কাপড়ে আতর লাগাবে না বা

www.islamijindegi.com

তুলায় লাগিয়ে মায়্যিতের কানে ঢুকাবে না। তাছাড়া কপালে, নাকে, উভয় হাতের তালুতে, উভয় হাঁটুতে এবং পায়ে কর্পূর লাগিয়ে দিবে।

১০. মায়্যিতের পশম, মোচ, চুল, নখ কাটবে না এবং তার চুল আঁচড়াবে না। যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় রেখে দিবে। গোসল শেষে কাফন পরিয়ে অতিসত্বর জানাযা নামাযের ব্যবস্থা করবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২/ ১৯৮/ হিদায়া, ১/ ১৭৯/ আহকামে মায়্যিত, ৩৯-৪০)

আর কিছু লোক কাফনের কাপড় খরীদ করে তা প্রস্তুত করবে। পুরুষের জন্য ৩ কাপড় আর মহিলার জন্য পাঁচ কাপড় দিবে। পুরুষদের জন্য আড়াই হাত বহরের ৮/ ৯ গজ এবং মহিলাদের জন্য ১১/ ১২ গজ কাপড় হলেই যথেষ্ট। ঠেকাবশত এর চেয়ে কম হলেও চলবে।আর একদল লোক খাটিয়ার ব্যবস্থা করবে।আর কিছু লোক কবর খননের ব্যবস্থা করবে। মাটি শক্ত হলে বুগলী কবর তৈরী করা উত্তম, নতুবা সাধারণ কবর তৈরী করবে।আর কিছু মানুষ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের

www.islamijindegi.com

বাড়ীতে মৃত্যুর খবর এবং জানাযা নামাযের সময় জানানোর জন্য যাবে। এভাবে কাফন-দাফনের কাজ দ্রুত সমাধা করে ফেলবে।

দাফন পূর্বক করণীয় কাজঃ

(১) সবাই মৃত ব্যক্তির জন্য মনে মনে দু'আ-ইস্তিগফার করতে থাকবে।

(২) জানাযা প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথেই ইমাম সাহেব জানাযা নামাযের ব্যবস্থা করবেন। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি জানাযা নামাযের ইমামতির প্রথম হক্বদার। তারা উপস্থিত না থাকলে মৃতব্যক্তির সন্তান যদি নেককার, পরহেযগার আলেম হন এবং মহল্লার ইমাম থেকে বেশি দীনদার হন, তাহলে তিনিই জানাযার নামায পড়ানোর বেশি হকদার। এজন্য প্রত্যেকেরই উচিত-ছেলেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য তাকে খালিস দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করা। কারণ, নিজের ছেলে যে অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে, এটা অন্য কারো জন্য সম্ভবপর

নয়। আর ছেলে যদি এ ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন না হয়, তাহলে মহল্লার ইমাম জানাযার নামায পড়ানোর বেশি হকদার। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে জানাযার নামায মহল্লার ইমাম সাহেব পড়াবেন। (আদ দুররুল মুখতার, ২/ ২১৯/ আহকামে মায়্যিত, ৭৯)

(৩) জানাযা যদি মাকরূহ সময়ে প্রস্তুত হয়, যেমন- সূর্য উঠা, সূর্য মাথার উপর থাকা বা সূর্য ডুবার সময় হয়, তাহলে দাফনে বিলম্ব রহিত করার জন্য সে সময়েই জানাযা পড়ে নিবে। দেরী করার প্রয়োজন নেই। তবে জানাযা প্রস্তুত হওয়ার পরে অলসতা করে বা কোন কারণে দেরী হওয়ায় যদি উল্লেখিত মাকরূহ সময় এসে যায়, তাহলে সে সময় জানাযা পড়বে না; বরং মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরে জানাযা পড়বে। তবে ফজরের নামাযের পর বেলা উঠার আগে ও আসরের পরে বেলা ডুবার পূর্বের সময়টা নফল নামাযের জন্য মাকরূহ সময় হলেও জানাযার জন্য মাকরূহ সময় নয়। সুতরাং সে সময় জানাযার নামায পড়তে

www.islamijindegi.com

কোন অসুবিধা নেই। (হিদায়া, ১/ ৮৬/ ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম, ৫/ ৩৩৫)

জুমুআ বা ফরয নামাযের জামাআতের পূর্বে জানাযা প্রস্তুত হলে, যদি জানাযা পড়ে দাফন সেরে এসে ফরয নামাযের জামাআত পাওয়া যায়, তাহলে দাফন কার্য আগে সারতে হবে। তারপর জামাআতে শরীক হবে। এক্ষেত্রে ফরয নামাযের পরে জানাযা নামায পড়ার জন্য দেরী করা নিষেধ। কারণ, এতে দাফন বিলম্বিত হয়। আর যদি দাফন সেরে জামাআত পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ফরয নামাযের পর জানাযার নামায আদায় করবে। জানাযা নামায সুন্নাতের পরেও পড়া যায় বা ফরয নামাযের পরপরই পড়ে নেয়া যায়। তবে বর্তমান যমানায় যেহেতু মানুষের অন্তরে সুন্নাতের তেমন কোন গুরুত্ব নেই বললেই চলে, তাই জানাযার নামাযের জন্য বের হলে অনেকে সুন্নাত থেকে মাহরুম হয়ে যায় বিধায় ফুকাহায়ে কিরাম সুন্নাত নামাযের পর জানাযা পড়াকে উত্তম

www.islamijindegi.com

বলেছেন। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২/ ১৬৭/ আহকামে মায়্যিত, ৬৫-৬৬)

(৪) লাশ কবরস্থানে নেয়ার সময় মধ্যম গতিতে চলবে। একেবারে ধীর গতিও নয় আবার খুব দ্রুত গতিও নয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ১৩৬)

(৫) যে স্থানে মৃত্যু হয়েছে মৃত ব্যক্তিকে তার নিকটস্থ কোন গোরস্থানে দাফন করে দিবে। শরঈ কোন উযর ছাড়া দাফনের জন্য দূরে নেয়া নিষেধ। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ১৪৬)

(৬) মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে তার পূর্ণ শরীর ভালভাবে চাদরাবৃত করে রাখবে এবং চাদরাবৃত অবস্থায়ই তাকে কবরে নামাবে, যাতে তার কোন অঙ্গ না-মাহরামদের দৃষ্টিগোচর না হয়।

(৭) কোন অসুবিধা না থাকলে মুর্দার খাট কবরের পশ্চিম পার্শ্বে রাখবে এবং সেখান থেকেই মুর্দাকে কবরে নামাবে। আর অসুবিধা থাকলে খাটিয়া যে দিকে রেখে লাশ কবরে নামানো সুবিধা হয়, সেদিক দিয়েই তাকে কবরে নামাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ১৩৯)

www.islamijindegi.com

(৮) কবরে নামানোর পর- بسم الله وعلى ملت رسول الله বলে মুর্দাকে সম্পূর্ণ ডান কাঁতে কিবলামুখী করে শোয়াতে হবে। এটাই সুন্নাত তরীকা। (আবু দাউদ শরীফ/ আদ দুররুল মুখতার, ২/ ২৩৫/ ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১/ ৪৮৫/ আহকামে মায়্যিত, ২৩৬)

উল্লেখিত দু'আর মধ্যে এভাবে শোয়ানোর কথা ঘোষণা করা হলেও আফসোসের কথা হচ্ছে, মুখে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকায় শোয়ানোর কথা স্বীকার করা হয়; অথচ কাজ করা হয় তার সম্পূর্ণ উল্টো। অর্থাৎ মুর্দাকে চিৎ করে কবরে এমনভাবে শোয়ানো হয়, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিক্ষা দেননি। সুতরাং মুখের কথার মধ্যে আর কাজের মধ্যে কোন মিল হয় না। এ ব্যাপারে শরীআতের মাসআলা হল, জীবিত মানুষ যেভাবে সুন্নাত তরীকায় ডান কাতে শয়ন করে, মুর্দাকে সেভাবে কবরে ডান কাঁতে শোয়ানো সুন্নাত। চিৎ করে শোয়ানো এবং ঘাড় মুচড়িয়ে চেহারাটাকে কোন রকমে কিবলামুখী করা শরীআত সম্মত নয় বরং

www.islamijindegi.com

সম্পূর্ণ ডান কাঁতে শোয়াবে, যাতে স্বাভাবিক ভাবে চেহারা কিবলামুখী হয়ে যায়। এ জন্য কোন বিজ্ঞ আলিম বা মুফতী সাহেবের নিকট থেকে কবর খননের নিয়ম শিখে নেয়া দরকার যাতে ডান কাতে শোয়ালে লাশ কোন দিকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। এ মাসআলাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা কর্তব্য; যাতে সকল মুসলমানকে কবরে সহীহ তরীকায় রাখা হয়।

শরীআতের দৃষ্টিতে সীনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সীনার মধ্যে থাকে কলব বা অন্তর। আর কলবের মধ্যেই থাকে ঈমান। সুতরাং সীনাকে কিবলামুখী করে রাখা উচিত। সীনা এত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যে, নামাযে মুখ ঘুরে গেলে নামায মাকরূহ হয়, কিন্তু নামায ভঙ্গ হয় না; অথচ সীনা ঘুরে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। সুতরাং ভারতবর্ষে সীনা আসমানের দিকে রেখে চিৎ করে শুইয়ে দাফন করার যে গলদ তরীকা চালু হয়ে গেছে তার আশু অবসান হওয়া জরুরী। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১১৬৬, রহীমিয়্যাহ-৮/ ১৭৫)

www.islamijindegi.com

(৯) যারা দাফন কার্যে অংশ নিবে, সম্ভব হলে তারা মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে ডান হাতে তিনবার মাটি দিবে। প্রথমবার মাটি দেয়ার সময় পড়বে منها خلقناكم দ্বিতীয়বার মাটি দেয়ার সময় পড়বে- وفيها نعيدكم আর তৃতীয়বার মাটি দেয়ার সময় পড়বে- ومنها نخرجكم تارة اخرى (আহকামে মায়্যিত-৮৯)

(১০) দাফন কার্য শেষে মৃত ব্যক্তির মাথার নিকট সূরা বাকারার শুরু থেকে مفلحون পর্যন্ত এবং পায়ের নিকট দাঁড়িয়ে ঐ সূরার শেষ দুই আয়াত অর্থাৎ امن الرسول থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। (বাইহাকী শরীফ-হাদীস নং-৭০৬৮, তাবরানী শরীফ-হাদীস নং-১৩৬১৩ ইমদাদুল মুফতীন-৪৪৭)

(১১) সম্ভব হলে বেশি আপনজনেরা দাফনের পর কবরের পাশে আরো ঘন্টাখানেক অবস্থান করবে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আয় রত থাকবে যাতে মুনকার-নকীরের সম্মুখে তার প্রশ্নোত্তর সহজ হয়। (আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ২৩৭)

www.islamijindegi.com

(১২) জানাযা নামাযের পর পরিচিত কেউ দাফনে শরীক না হয়ে চলে যেতে চাইলে মৃত ব্যক্তির ওলীদের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে যাবে। (আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৪)

(১৮) দাফনকার্য শেষ হওয়ার পর সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস এবং দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়ে মায়্যিতের জন্য সওয়াব রেসানী করতে পারে এবং সকলে মিলে দুআ করতে পারে। (আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২২৩)

(১৯) পার্শ্ববর্তী আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতব্যক্তির পরিবারবর্গের জন্য একদিনের খাবারে ব্যবস্থা করবে। কেননা, দুঃখ-বেদনার কারণে মায়্যিতের আত্মীয়দের খাবার পাকানো/ রান্না করা এবং তা খাওয়ার দিকে খেয়াল থাকে না। (আযীযুল ফাতাওয়া-৩২৪)

মৃত্যুর পর বর্জনীয় কাজ

(১) কারো ইন্তিকালের পর তার লাশ মাটির উপর রাখবে না বরং কোন খাটিয়ার উপর রাখবে। (আদ দুররুল মুখতার-৩/ ৮৪)

www.islamijindegi.com

(২) সবরের পরিপন্থী কোন আচরণ কারো থেকে প্রকাশ না পায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। যেমন: বড় আওয়াজে ক্রন্দন করা, পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেড়ে ফেলা, মাথা-বুক চাপড়ানো, জাহিলী যুগের শব্দ মুখে উচ্চারণ করা ইত্যাদি থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কারণ, এর ফলে মৃত ব্যক্তিকে অনেক ক্ষেত্রে আযাব ভোগ করতে হয়। তবে অন্তর ব্যথিত হওয়া এবং মৃত্যুশোকে চোখ দিয়ে অশ্রু বের হওয়া সবর পরিপন্থী নয়, বরং তা সুন্নাত।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম রা.-এর ইন্তিকালের পর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ দিয়ে পানি বের হয়েছে। (বুখারী শরীফ-হাদীস নং-৬২৯৪, তিরমিযী শরীফ-হাদীস নং- ৯৮৪)

(৩) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পূর্বে তার পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করবে না বরং সওয়াব রেসানীর জন্য কুরআন খানী করতে চাইলে তা অন্য

www.islamijindegi.com

স্থানে করবে। তবে তা বিনা পারিশ্রমিকে হওয়া জরুরী। (আদ্ দুররুল মুখতার-৩/ ৮৩, রহীমিয়াহ-৮/ ১৯৭)

(৪) ইন্তিকালের পরও পর্দার বিধান বহাল থাকে। তাই জীবদ্দশায় যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ নাজায়েয ছিল তারা মৃত ব্যক্তিকে দেখতে পারবে না। সুতরাং বেগানা পুরুষের লাশ বেগানা মহিলাদের জন্য দেখা নিষেধ, তেমনিভাবে বেগানা মহিলার লাশ বেগানা পুরুষের জন্য দেখা নিষেধ। তবে স্বামীর-স্ত্রীর মৃত্যুর পর একে অপরের চেহারা দেখতে পারবে। (সূরা নিসা, আয়াত-২২, ফাতাওয়ায়ে শামী, ২/ ১৯৫-১৯৮/ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪/ ২১৯/ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া, ২/ ৩৯৮)

এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে যাদের পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ নাজায়েয, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। এ জাতীয় হারাম কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে।

(৫) অনেকে মৃত ব্যক্তির ছবি উঠিয়ে তা সংরক্ষণ করে এবং পত্রিকায় দেয়, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ,

www.islamijindegi.com

বিধায় তা থেকে বিরত থাকবে। (আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৯)

(৬) মৃত ব্যক্তির পশম, গোঁফ, নখ, কর্তন করবে না। এমনিভাবে তার চুল দাড়ি আঁচড়ানো থেকেও বিরত থাকবে। সমাজের অনেক মূর্খ লোক মৃতব্যক্তির নাভীর নীচের পশম কাটাকে সুন্নাত মনে করে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। (আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ১৯৮)

(৭) মৃত্যুর পরে বিভিন্ন অজুহাতে আমাদের দেশে দাফনে যে দেরী করা হয় তা শরীআত সম্মত নয়। কারণ, শরীআতে মুর্দাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে স্পষ্ট অনেকগুলো হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বেশি দেরী করার অবকাশ নেই। কাজেই মায়্যিতের ছেলে মেয়েদের উপস্থিতির জন্য দাফনে দেরী করা ঠিক নয়; বরং তারা অনুপস্থিত থাকলেও উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন তাৎক্ষণিকভাবে দাফন কার্য শেষ করে ফেলবে, পরে তারা এসে কবর যিয়ারত করবে এবং দু'আ করবে। তারা দূরে থাকে এবং

www.islamijindegi.com

এসে দেখবে- এই অজুহাতে তাদের জন্য দাফনে বিলম্ব করা যাবে না। (তিরমিযী শরীফ-১/ ২০৬)

(৮) অনেকে মায়্যিতের চেহারা দেখানোর জন্য অনেক সময় নষ্ট করে; অথচ এর জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ করা ঠিক নয় বরং স্বাভাবিক কাজ কর্মের মধ্যে এটা সেরে নেয়া কর্তব্য বা একান্ত জরুরত পড়লে কাফন পরানোর পর জানাযার পূর্বে অল্প সময়ের মধ্যে দেখিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু জানাযার পর বা কবরে শুইয়ে দেখানো উচিত নয়। এর মধ্যে কয়েক রকমের ক্ষতি রয়েছে। (আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৯)

(৯) অনেকে জানাযার জামাআতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য নানা অজুহাত পেশ করে থাকে। যেমন তারা বলে থাকে যে, এখন সকাল আট ঘটিকায় জানাযা পড়লে জানাযায় লোক সংখ্যা বেশি হবে না। সুতরাং বাদ জোহর- বাদ জুমুআ জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হবে। তাদের এ কথাও শরীআত সম্মত নয়। মৃত্যুর এ'লানের পর কারো জানাযায় যদি বেশি লোক উপস্থিত হয়, তাহলে এটা তার

ভাগ্যের বিষয় এবং ফযীলতের জিনিস। কিন্তু তাই বলে জানাযার নামাযে বেশি লোক হাজির করার জন্য জানাযার নামায এত বিলম্ব করার অনুমতি নেই। এটা গুনাহের কাজ। গুনাহের কাজ করে বেশি লোক হাজির করার দ্বারা মায়্যিতের তো কোন ফায়দা হবেই না; বরং কবরে মু'মিনের জন্য প্রস্তুতকৃত জান্নাতের বিছানা, জান্নাতের লেবাস, জান্নাতের হাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

মৃত ব্যক্তি আমাদের কারো মা হতে পারে, বাপ হতে পারে, ভাই হতে পারে, বোন হতে পারে; কিন্তু তারা কেউ তো আমাদের বান্দা নয়, বান্দা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। শরীআতের হুকুম লঙ্ঘন করে দাফনে বিলম্ব করলে আল্লাহর নিকট আমাদের জবাবদিহী করতে হবে। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঐ মৃত ব্যক্তির নিকটও জবাবদিহী করতে হবে। সুতরাং শরীআতের হুকুম লঙ্ঘন করে দাফনে বিলম্ব করলে আল্লাহর নিকট আমাদের জবাবদিহী করতে হবে। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.islamijindegi.com

ওয়াসাল্লাম এবং ঐ মৃত ব্যক্তির নিকটও জবাবদিহী করতে হবে। সুতরাং শরীআতের হুকুম অমান্য করে তার জানাযা ও দাফনে বিলম্ব করে জান্নাতের বিভিন্ন নিআমত থেকে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার আমাদের নেই। (আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২৪২)

(১০) অনেক লোককে দেখা যায়- তারা মৃত্যুর পর লাশ দেশের বাড়িতে বাপ-মায়ের সাথে দাফন করার ওসিয়্যত করে যায়। অথচ এরূপ ওসিয়্যত করা শরীআত সম্মত নয়, এবং অন্যদের জন্য সে ওসিয়্যত পূর্ণ করাও ঠিক নয়। অনেকে এ ধরনের ওসিয়্যত ছাড়াও নিজের আত্মীয়-স্বজনের লাশ দেশের বাড়িতে নিয়ে যায়। এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যায়, বিদেশ থেকে দেশে নিয়ে আসে। অথচ এগুলো দাফনে বিলম্ব হওয়ার কারণ হওয়ায় এ সব কাজ নিষেধ।

শরীআতের ফয়সালা হল, যে ব্যক্তি যে স্থানে বা যে শহরে মারা গেল, তাকে তৎপার্শ্ববর্তী মুসলমানদের কোন গোরস্থানে দাফন করে দিতে হবে। লাশ দূরবর্তী কোন স্থানে স্থানান্তর করা যাবে না। কারণ,

www.islamijindegi.com

এতে দাফন বিলম্বিত হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিরোধিতা করা হয়। তাছাড়া অনেক টাকা-পয়সারও অপচয় হয়। সুতরাং তা কঠোরভাবে পরিত্যাজ্য।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অথচ এসব ব্যাপারে বেশি শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। কাজেই প্রত্যেকেরই উচিত (বিশেষ করে বিশিষ্ট উলামাদের কর্তব্য হচ্ছে) নিজের সন্তানাদি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দেরকে সুস্থ অবস্থায় মাসআলাটি বুঝিয়ে আমল করার জন্য জোর তাগীদ দিয়ে যাওয়া, যাতে তার আত্মীয়রা এরূপ গর্হিত কাজগুলো না করে। এছাড়াও কাফন-দাফনে বিলম্ব হওয়ার আরো যত কারণ হতে পারে, তার সবগুলো পরিহার করা সকলের জন্য জরুরী কর্তব্য এবং যত কম সময়ে সম্ভব কাফন-দাফন কার্য সমাধা করা জরুরী। (বুখারী শরীফ-হাদীস নং-১৩১৫, আদ্ দুররুল মুখতার-৬/ ৬৬৬, আল বাহরুর রায়িক-২/ ৩৩৫, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২০৯, ২১০, আহকামে মায়্যিত, ৮৫)

www.islamijindegi.com

(১১) অনেক জানাযার ক্ষেত্রে আরেকটি বদরসম লক্ষ্য করা যায় যে, জানাযার নামাযের পূর্বে সমবেত মুসল্লিদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, লোকটি কেমন ছিলেন? সকলে উত্তর দেয়, ভাল ছিলেন। এর ফযীলত বর্ণনা করা হয় যে, যদি তিনজন লোক কারোর ব্যাপারে ভাল বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। এবং তাকে জান্নাতবাসী করেন। এ হাদীস তো ঠিক কিন্তু এর অর্থ এ ভাবে জবরদস্তিমূলক সাক্ষ্য উসূল করা নয়। বরং এর অর্থ হল, লোকেরা তাদের নিজস্ব আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুর্দা ব্যক্তির প্রশংসা করবে যে, আহ! অমুক ব্যক্তি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, লোকটা বড় ভাল মানুষ ছিল! এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা যদি মু'মিনদের থেকে প্রকাশ পায়, তাহলে সেটা সত্যিই ভাগ্যের বিষয় এবং ফযীলতের জিনিস কিন্তু জবরদস্তি সাক্ষ্য উসূল করার দ্বারা এ ফযীলত হাসিল হয় না। বরং অনেকে বাধ্য হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং এমন

www.islamijindegi.com

কথা মুখে বলে যা তার অন্তর স্বীকার করে না। এরূপ করা উচিৎ নয়।

(১২) জানাযার নামায একাধিক বার পড়া হয় এটা শরীআত সম্মত নয়। বরং তা একবার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হ্যাঁ, যদি মৃত ব্যক্তির কোন ওলী জানাযায় শরীক না হয়ে থাকে এবং তার পক্ষ থেকে পূর্বে আদায়কৃত নামাযের অনুমতিও না থেকে থাকে, তাহলে সেই ওলী পূর্বের নামাযে যারা অনুপস্থিত ছিল তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয়বার জানাযা নামায পড়তে পারে। কিন্তু প্রথমবার যদি জানাযায় কোন ওলী শরীক হয়ে থাকে বা জানাযা পড়ার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার জানাযার নামায পড়া জায়েয নয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী-২/ ২২২-২২৩, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৩)

(১৩) তেমনিভাবে গায়েবানা জানাযার যে প্রথা চালু রয়েছে, তা-ও হানাফী মাযহাবে সহীহ নয়। গায়েবানা জানাযা জায়েয থাকলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক প্রিয় সাহাবী রা. বিভিন্ন জিহাদে যে শহীদ হয়েছেন, নবী সাল্লাল্লাহু

www.islamijindegi.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই মদীনায় থেকে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়তেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেননি। যে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করে কেউ কেউ এ বিষয়টিকে জায়েয বলতে চান, মূলত সেগুলো গায়েবানা জানাযা ছিল না। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কুদরতে লাশ সচক্ষে দেখে দেখে জানাযা পড়িয়েছেন। যদিও লাশ দূরে ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ ইন্তিজামের কারণে তা সম্ভব হয়েছিল বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ঐ ঘটনা দ্বারা গায়েবানা জানাযার দলীল পেশ করা সহীহ নয়। (ফাতহুল ক্বদীর, ২/ ৮১/ , জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া-২/ ১৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-৭/ ২২৭)

(১৪) আরেকটি বদরসম হল, অনেকে জানাযার নামাযের পরে মুর্দার চেহারা দেখায়। অথচ জানাযা নামাযের পরে মুর্দার চেহারা আর না দেখানো উচিত। কারণ, প্রথমত এতে দাফন বিলম্বিত হয়, যা শরীআতে নিষিদ্ধ। (আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২১৯,

www.islamijindegi.com

ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া- ২/ ৩৯৮, বুখারী শরীফ-হাদীস নং-২৬৯৭)

দ্বিতীয়ত জানাযার পর মুর্দার ব্যাপারে ভাল-মন্দের ফয়সালা হয়ে যায়। অনেকের চেহারায় পরিবর্তনও আসে। তাতে আল্লাহ না করুন, তার চেহারা দেখানো হলে মাঝে কু-ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, যা মুর্দার জন্য খুবই খারাপ। কারণ, মুমিনদের ধারণার ভিত্তিতে অনেক ফয়সালা হয়ে থাকে। কাজেই জানাযার নামাযের পর বিশেষ করে কবরে মায়্যিতকে রেখে মুর্দার চেহারা দেখানোর প্রথা বন্ধ করা উচিত।

(১৫) আরেকটি বদরসম এই যে, মুর্দাকে কাঁধে করে কবরস্থানে নেয়ার সময় লোকেরা উচ্চঃস্বরে কালিমায়ে তায়্যিবা ও কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে থাকে, এটা ঠিক নয়। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-২৬৯৭, আদ দুররুল মুখতার-২/ ২৩৩, আহকামে মায়্যিত-২৪০, ইমদাদুল মুফতীন-১৬৪, আল বাহরুর রায়িক্ব, ২/ ৩৩৬)

বরং এক্ষেত্রে স্বাভাবিক গতিতে নীরবে দু'আ কালাম পাঠ করা এবং মুর্দার জন্য মনে মনে

www.islamijindegi.com

ইস্তিগফার পড়তে পড়তে কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। কোন রকম হাসাহাসি বা রং তামাশার কথা বলবে না। চিল্লাচিল্লি করে কান্নাকাটি করবে না; বরং মনে মনে চিন্তা করবে যে, আজ যেভাবে আমি মুর্দাকে নিয়ে যাচ্ছি, আগামীতে যে কোন সময় ঠিক এভাবে আমাকেও লোকেরা কাঁধে করে কবরস্থানে দাফন করে আসবে। এর জন্য আমার কি প্রস্তুতি আছে বা প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আমি কেন বিলম্ব করছি।

অনেক স্থানে মায়্যিতের খাটের উপর কালিমা বা আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি আয়াত খচিত চাদর দিয়ে মায়্যিতকে ঢেকে দেয়া হয়, আবার অনেকে কাফনের কাপড়ে আয়াতুল কুরসী বা অন্য কোন আয়াত লিখে দেয়, এ সবই নাজায়েয। কেননা, এর দ্বারা পবিত্র কুরআনের আয়াতের বেহুরমতী ও অবমাননা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতে নাপাক লেগে গিয়ে তা গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এ জাতীয় প্রথা পরিহার করে মহিলা মায়্যিতকে সাধারণ চাদর দ্বারা ঢেকে দিবে। পুরুষ

www.islamijindegi.com

মায়্যিতকে ঢাকার কোন প্রয়োজন নেই, তারপরও ঢাকতে চাইলে সাধারণ চাদর দ্বারা ঢাকতে পারে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-২৬৯৭, আহসানুল ফাতাওয়া-১/ ৩৫১, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-২/ ৪০১)

(১৬) অনেকে লাশের আগে আগে বা পাশাপাশি চলতে থাকে, এটাও ঠিক নয়। বরং লাশ বহনকারী ব্যতীত সকলেই লাশের পিছে পিছে চলবে এবং লাশ জমিনে রাখার পূর্বে কেউ বসবে না। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩১৮০, আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ২৩৬, আল বাহরুর রায়িক-২/ ৩৩৩)

(১৭) জানাযা নামাযের পর অনেক স্থানে দাফনের পূর্বে সম্মিলিতভাবে দু'আও মুনাজাত করা হয়, এটা নাজায়েয। শরীআতে এর কোন ভিত্তি নেই। শরীআতের দৃষ্টিতে জানাযাই হচ্ছে মুর্দার জন্য দূ'আ স্বরূপ| সুতরাং উক্ত দু'আর পর আরেকটি দু'আ করার অর্থ হচ্ছে পূর্বের দু'আটি যথার্থ ছিল না এমন মনে করা। এটা যে কত বড় অপরাধ, তা সহজেই অনুমেয়! সুতরাং এ রসম বন্ধ করা অপরিহার্য কর্তব্য। (বুখারী শরীফ ২/ ৬৫২, আল বাহরুর

www.islamijindegi.com

রায়িক ২/ ৩২১, আহসানুল ফাতাওয়া-১/ ৩৫২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া-১/ ২২৫)

তবে দাফন কার্য শেষ হওয়ার পর সূরা-কালাম পড়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী-২/ ২৩৭)

(১৮) জানাযার ব্যাপারে আরেকটি বদরসম হল, বিনা অপারগতায় মসজিদে জানাযা পড়া। শরীআতের দৃষ্টিতে মসজিদে জানাযা পড়া মাকরূহ। চাই জানাযা ও মুসল্লী মসজিদে থাকুক বা লাশ মসজিদের বাইরে এবং মুসল্লী মসজিদের ভিতরে থাকুক, সর্বাবস্থায় জানাযার নামায মাকরূহ হবে। এভাবে জানাযা পড়লে জানাযার ফরযে কেফায়া আদায় হয়ে যাবে বটে; কিন্তু সকলেই জানাযার নামায পড়ার বিরাট সওয়াব থেকে মাহরূম হয়ে যাবে। সুতরাং বিনা অপারগতায় কখনো মসজিদে জানাযা নামায না পড়া উচিত। বরং মসজিদের সামনে জানাযা নামাযের জন্য স্থান রাখা উচিত।

উল্লেখ্য, নিয়ম হল- কোন মাঠে-ময়দানেই জানাযা নামায পড়া, অবশ্য যেখানে জানাযা নামায পড়ার

www.islamijindegi.com

মত কোন স্থান নেই বা স্থান আছে কিন্তু বৃষ্টি-বাদলের কারণে সেখানে পড়া সম্ভব হচ্ছে না। এ ধরনের অপারগতার ক্ষেত্রে মসজিদে জানাযা নামায পড়ার অবকাশ আছে। তবে সে ক্ষেত্রেও এতটুকু চেষ্টা করা দরকার, যাতে করে মুর্দাকে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করাতে না হয়। বরং ইমাম বরাবর বাইরে কোন ব্যবস্থা রাখবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২/ ২২৪-২২৫, আলবাহরুর রায়িক ২/ ৩২৭, নাসবুর রায়াহ ২/ ২৭৫)

(১৯) স্বাভাবিক ভাবে জানাযা তৈরী হয়ে যাওয়ার পর ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় হয়ে গেলে জানাযার নামায ফরয নামায পরবর্তী সুন্নাত আদায়ের পর আদায় করবে। (আদ্ দুররুল মুখতার-২/ ১৬৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/ ৭৩৭)

দাফন পরবর্তী করণীয় কাজ

(১) আত্মীয়-স্বজনেরা মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকবে। কিতাবে রয়েছেঃ

هدية الاحياء الى الاموات-

www.islamijindegi.com

অর্থ: ইস্তিগফার হচ্ছে জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ। (শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী-হাদীস নং ৭৫২৭)

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা নিজেই দু'আ শিখিয়েছেন:

(ক) ربى ارحمهما كما ربيانى صغيرا

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি (পিতা-মাতার) তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর যেমনটি তারা করেছেন আমাদের সাথে শৈশবে। (সূরা-বনী ইসরাঈল, আয়াত-২৪)

(খ) ربنا اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে আর সকল মুমিনদেরকে হিসাব দিবসে ক্ষমা করুন। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৪১)

মৃতরা নিজের অনেক নেক আমল দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়ে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসা করবে, আয় আল্লাহ! এসব আমল তো আমি দুনিয়ায় থাকতে করিনি, তবে এগুলো কোত্থেকে

আসলো? আল্লাহ বলবেন, তোমার নেক আওলাদরা তোমার জন্য দু'ই ইস্তিগফার করেছে। (মুসনাদে আহমাদ : ১/ ৫০৯)

(২) বিভিন্ন নফল ইবাদত করে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির নামে বখশিয়ে দিবে। একই ইবাদতের সওয়াব একাধিক ব্যক্তির জন্য পাঠালে সবাই তার পরিপূর্ণ সওয়াব পাবে। আর যে এই সওয়াব রেসানী করবে সেও ঐ পরিমাণ সওয়াবের ভাগী হবে। পূর্বে কৃত নফল ইবাদাতের সওয়াব রেসানী না করে থাকলে পরে নিয়ত করলেও তা মৃতের রূহে পৌঁছে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ১৫১, ১৫২)

মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য সওয়াব রেসানী করা তাদের হক বা প্রাপ্য এবং এটা জীবিতদের কর্তব্য। জীবিতরা মুর্দা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য যতটুকু করবে, তারা মৃত্যুর পর তাদের জীবিত আত্মীয়দের থেকে সেরূপ পাবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার জন্য কিভাবে আল্লাহর দরবারে দু'আকরতে

হবে তার শব্দগুলোও তিনি নিজেও শিখিয়ে দিয়েছেন, আর তা কবুল করার ওয়াদাও করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, ২৪)

সুতরাং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ঈসালে সওয়াব বা সওয়াব রেসানী করা খুবই দরকার। হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষকে যখন কবরে দাফন করা হয়, তখন তার অবস্থা ডুবন্ত মানুষের ন্যায় হয়ে যায়। নদীতে বা সাগরে যদি জাহাজ তলিয়ে যায়, তখন মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে চতুর্দিকে হাত মারতে থাকে এই ধারণায় যে, হাতে কোন কিছু আসে কিনা যা আঁকড়ে ধরে সে নিজের জান বাঁচাতে পারে। মুর্দারও সে অবস্থাই হয় এবং সে জীবিতদের সওয়াব রেসানীর অপেক্ষা করতে থাকে। যদি তার আপনজন, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব কিছু সওয়াব রেসানী করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেটাকে বহু গুণ বৃদ্ধি করে জীবিতদের পক্ষ থেকে তাদের খেদমতে হাদিয়া হিসেবে পৌঁছে দেন। (শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী, হাদীস নং-৭৫২৭, মিশকাত-২০৬)

www.islamijindegi.com

এ ব্যাপারে বুখারী শরীফে সুস্পষ্ট বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। অনেকে না জানার দরুন সওয়াব রেসানীকে অস্বীকার করে থাকে। এটা ভুল, বরং সওয়াব রেসানী সহীহ ও সুন্নাত। (বুখারী শরীফ-হাদীস নং-৬৬৯৯, ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/ ১৫২)

(৩) মৃত ব্যক্তির নিকটজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে যথাসম্ভব ইজ্জত সম্মান করবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজার রা. ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হাদিয়া পাঠাতেন। (বুখারী শরীফ-হাদীস নং-৩৮১৬, মুসলিম শরীফ- হাদীস নং-২৪৩৫)

(৪) তার নিকটজন ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি তাদের বিপদ আপদের সময় সহায়তার হাত সম্প্রসারিত করবে। (তিরমিযী শরীফ-২/ ১২)

(৫) মৃত ব্যক্তির ঋণ ও আমানত যা অন্যরা তার কাছে পায় তা তার মালিকদের নিকট পৌঁছে দিবে। কোন হক অনাদায় থাকলে চাই তা বান্দার হক

হোক (যেমন-গীবত, কাউকে কষ্ট দেয়া, কারো টাকা-পয়সার খেয়ানত করা ইত্যাদি) বা আল্লাহর হক হোক (যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি) তা পরিশোধ ও আদায় করার ব্যবস্থা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন আল্লাহওয়ালা ঋণ আদায় না করে মারা গেলে কবরে তাকে জান্নাতের নিআমত থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। কোন কোন হাদীসে আছে, তাকে বন্দী করে রাখা হয়। ফলে সে খুব পেরেশান থাকে। অতঃপর আত্মীয়-স্বজনরা উক্ত ঋণ আদায় করে দিলে নিআমত পেতে থাকে। (বুখারী শরীফ-হাদীস নং-২১২৭, আবু দাউদ শরীফ-হাদীস নং-৩৩৪১, আদ দুররুল মুখতার-৬/ ৭৬০)

কোন পিতা বা মাতা দুনিয়ার জেলখানায় বন্দি হলে সন্তানরা তাকে মুক্ত করার জন্য যাবতীয় চেষ্টা তদবীর চালিয়ে যায়। যে কোন উপায়ে তাকে মুক্ত করে আনে। অথচ পিতা তাকে মুক্ত করার জন্য সন্তানদেরকে বলে যায় না। ঠিক তদ্রূপ সন্তানদের কর্তব্য হল তারা স্বীয় পিতা-মাতা বা আত্মীয়দেরকে

তাদের ঋণ পরিশোধ করে আখিরাতের জেলখানা থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু সন্তানদের এই অনুভূতি জাগ্রত করার দায়িত্ব হচ্ছে পিতা-মাতা উভয়ের। আর এই অনুভূতি কেবল সেই সন্তানের মাঝেই জাগ্রত হবে যাকে তার পিতা-মাতা দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত ও ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনে পরিপক্ব করে রেখে যাবে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে রেখে গেলে এবং তাদেরকে দীনদার বানিয়ে না গেলে বা দ্বীনদার বানানোর ব্যবস্থা না করে গেলে সন্তানের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার আশা দুরাশা বৈ কিছু নয়।

(৬) মৃত ব্যক্তি কোন জায়েয ওসিয়্যত করে গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা তা পূরণ করবে। এর বেশি ওসিয়ত করে গেলে তা পূরণ করা ওয়ারিশদের জন্য জরুরী নয়। (আদ দুররুল মুখতার-৬/ ৭৬০)

(৭) মাঝে মধ্যে তাদের কবর যিয়ারত করবে। হাদীস শরীফে কবর যিয়ারতের নির্দেশ ও ফযীলত

www.islamijindegi.com

বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে সন্তানের জন্য প্রতি শুক্রবার পিতা-মাতার কবর যিয়ারতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। (শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী-হাদীস নং-৭৫২২, মিশকাত শরীফ, ১/ ১৫৪, রদ্দুল মুহতার-২/ ২৪২)

সুতরাং সম্ভব হলে প্রতি শুক্রবারে কবর যিয়ারত করা উচিত। প্রতি শুক্রবার সম্ভব না হলে যখনই সুযোগ হয় তখনই পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুরব্বীদের কবর যিয়ারত করবে। এতে আখিরাতের কথা স্মরণ হয় এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা সহজ হয়। কবরে মায়্যিতকে দাফন করার পরপরই কবর যিয়ারত করা যায় এবং একাকী বা সম্মিলিত উভয় সূরতেই দু'আ করা জায়েয। কবর যিয়ারতের নিয়ম এই যে, সম্ভব হলে মুর্দার পায়ের দিক দিয়ে কবরের পশ্চিম পার্শ্বে গিয়ে পূর্বমুখী হয়ে অর্থাৎ মুর্দার চেহারামুখী হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমে কবরবাসীদেরকে এইভাবে সালাম করবে :

السلام عليكم يا اهل القبور، يغفر الله لنا ولكم انتم لنا سلف ونحن بالاثر

www.islamijindegi.com

এরপর সম্ভব হলে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে বা কমপক্ষে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস তিনবার এবং দরূদ শরীফ এগারবার পড়ে মুর্দার জন্য সওয়াব রেসানী করবে। যদি ঐ অবস্থায় পূর্বমুখী হয়ে দুআ করে, তাহলে হাত তুলবে না। আর যদি কিবলামুখী হয়ে দু'আকরে, তাহলে হাত তুলতে পারে। এরপর আদবের সাথে কবরস্থান থেকে চলে আসবে এবং কবরবাসীদের থেকে নসীহত হাসিল করবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/ ২৪২, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/ ৫০০, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/ ২১২)

মহিলাদের ইদ্দত পালনের নিয়ম

মৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ হয়, তাহলে তার স্ত্রী গর্ভবতী না হলে চার মাস দশদিন ইদ্দত/ শোক পালন করবে। আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত পালনের অর্থ হল, স্বামী-স্ত্রী যে ঘরে বসবাস করত, উল্লেখিত সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত ঐ ঘরেই তাকে অবস্থান করতে হবে। চিকিৎসা বা জীবিকার প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বাইরে বের হওয়া জায়েয নয়। সুতরাং

www.islamijindegi.com

ইদ্দত অবস্থায় কোথাও বেড়াতে যাওয়া, রোগী দেখতে যাওয়া বা কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া নাজায়েয ও হারাম। তাছাড়া ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন রকম সাজ-সজ্জা গ্রহণ করাও নিষেধ।

কাজেই ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অলংকার পরা, হাতে মেহেদী লাগানো, আতর বা খুশবু লাগানো, সাজগোজের কাপড় পরা, চিকন দাঁতের চিরুনি দ্বারা চুল আঁচড়ানো বা এ ধরনের যত সাজ-সজ্জা মহিলারা করে থাকে তা সবই নিষেধ। এ অবস্থায় একদম সাদাসিধা থাকা জরুরী। এমনকি পান খাওয়ায় অভ্যস্ত থাকলে তা খেয়ে ঠোঁট লাল করা যাবে না।

বর্ণিত মাসআলাটি সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ মহিলারাই অজ্ঞ। সুতরাং মাসআলাটির ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা ও প্রচার হওয়া জরুরী। (আদ দুররুল মুখতার- ৩/ ৫১০, ৫১১, ৫৩১, হিদায়া-২/ ৪২৩, ৩/ ৪২৭)

www.islamijindegi.com

এছাড়া যত আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, তাদের মৃত্যুতে মাত্র তিনদিন শোক পালন করবে। এর বেশি জায়েয নেই। হযরত আবু সুফিয়ান রা.-এর ইন্তিকালের তদীয় কন্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রা. তিন দিন শোক পালন শেষ মেহেদী ব্যবহার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল হয়ে গেছে, তাই মেহেদী ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু গতকাল আমার পিতার ইন্তিকালের আমার তিনদিনের শোক পালন শেষ হয়ে গেছে এটাকে কাজে পরিণত করে দেখানোর জন্যই এ মেহেদী ব্যবহার করেছি।

দ্রুত সম্পদ বণ্টন জরুরী

কাফন-দাফন শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন হক্কানী আলিম মুফতীর মাধ্যমে ওয়ারিশদের মাঝে মীরাছ বণ্টন করে প্রত্যেককে তার নির্ধারিত অংশে তার মালিকানা বুঝিয়ে দিবে। নাবালিগ ছেলে বা মেয়ের অংশ-ইয়াতীমের যিনি অভিভাবক বা মুরব্বী

www.islamijindegi.com

হবে এবং ইয়াতীম ও তার ধন-সম্পদ যিনি দেখাশুনা করবেন, তার হাতে বুঝিয়ে দিবে। এটা খুবই জরুরী। (সূরা নিসা, আয়াত-৬/ মাআরিফুল কুরআন, ২/ ৩০৬)

কারণ, জরুরী ভিত্তিতে এটা করা না হলে প্রথমত ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ নাবালিগ থাকলে তার মাল খাওয়া পড়বে। আর ইয়াতীমের মাল খাওয়া মানে জাহান্নামের আগুন দ্বারা উদর/পেট ভর্তি করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটে আগুন ভরে'।

হ্যাঁ, যদি কেউ স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে মারা যায়, তাহলে তখন বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত মীরাছ বণ্টনে বিলম্ব করবে। কারণ, পেটে ছেলে কি মেয়ে তা জানা নেই। আর উভয়ের মীরাছ এক সমান নয়, তাই দেরী করার প্রয়োজন রয়েছে। (ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত-সূত্র : আহকামে মায়্যিত-১৯০)

www.islamijindegi.com

দ্বিতীয়ত ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ নাবালিগ না থাকলেও বোনদের অংশ গোটা সম্পদে রয়েছে। আর দ্রুত মীরাস বণ্টন না করা হলে শরঈ অনুমতি ব্যতীত তাদের সম্পদ ভক্ষণ করা হয়, এটাও জুলুমের পর্যায়ভুক্ত এবং অন্যের হক নষ্ট করার শামিল। তাছাড়া এর দ্বারা নিজেরও হারাম খাওয়া হয়, স্ত্রী-সন্তানদেরকেও হারাম খাওয়ানো হয়।

ইয়াতীমের দেখাশুনার ফযীলত

কেউ যদি ইয়াতীম তথা নাবালিগ ছেলেমেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে সে যেন দীনী শিক্ষা লাভ করতে পারে মৃত ব্যক্তির নিকটজনরা সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে। হাদীস শরীফে ইয়াতীমের দেখাশুনা করার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি ও ইয়াতীমের লালন-পালনকারী এই দুই আঙ্গুলের মত। অর্থাৎ হাতের দুটি আঙ্গুল যেমন পাশাপাশি আছে তদ্রূপ ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে আমার সাথে পাশাপাশি

www.islamijindegi.com

অবস্থান করবে। (বুখারী শরীফ-হাদীস নং- ৫৩০৪, ৭১৩৮, মুসলিম শরীফ-হাদীস নং-১৮২৯)

বিধবা মহিলার বিবাহ দেয়া শরীয়তের হুকুম

ইয়াতীম বাচ্চার দেখাশুনা বা এ ধরনের কোন শরঈ উযর না থাকলে আত্মীয়-স্বজন বিধবা মহিলাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে। কুরআনে কারীমে তাদেরকে বিবাহ দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে যারা বিধবা তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দাও। (সূরা বাকারা-আয়াত-২৩৪/ ২৪০, সূরা নূর, আয়াত-৩২)

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবিগণের মধ্যে হযরত আয়িশা রা. ছাড়া সবাই ছিলেন বিধবা। (সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া-২৬, তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম-১/ ৯৭)

বিধবাদেরকে বিবাহ না দেয়া বা তাদের বিবাহ না বসা হিন্দুয়ানী প্রথা। কেউ এ প্রথাকে পছন্দ করলে তার ঈমান থাকবে না। ইসলাম বিধবাবিবাহকে

ব্যাপক করার ব্যাপারে অনেক তাকীদমূলক বাক্য ব্যবহার করেছে। (মুসনাদে আহমদ-হাদীস নং-১৯৮০৭)

বিধবা বিবাহের মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে এবং তা না করার মধ্যে অনেক ক্ষতির আশংকা রয়েছে। যেমন, তাদের বিবাহ না হলে যিনা ব্যাপক হয়ে এমন রোগ ছড়িয়ে পড়বে, যার নাম পূর্বের লোকেরাও শুনেনি।

দাফন পরবর্তী বর্জনীয় কাজ

সওয়াব রেসানীর নামে বর্তমানে এমন অনেক কাজ করা হয়, শরীআতে যার কোন ভিত্তি নেই।

(১) জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা, এ সব ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দুদের সংস্কৃতি। দীনী ইলম না থাকার দরুন এ সব বিদআত ও বদরসম মুসলমানরা ভাল কাজ মনে করে চালু করে দিয়েছে। এগুলো মারাত্মক গুনাহের কাজ। এ ধরনের গুনাহ থেকে অনেকের তাওবাও নসীব হয় না। সুতরাং এগুলো অবশ্যই ত্যাগ করা কর্তব্য।

(বুখারী শরীফ-হাদীস নং-৫৮৯২, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২৫৯)

শরীআতের দৃষ্টিতে সারা বছর বাপ-মায়ের জন্য সওয়াব রেসানী করা কর্তব্য। এর শরীআত কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট করেনি। সুতরাং আমাদের জন্যও মৃত্যুর দিনকে সওয়াব রেসানীর জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া জায়েয নেই, তারপরও একদিন যদি একটু বেশি করতে মনে চায় তা করবে, কিন্তু সেটা ঠিক মৃত্যুর তারিখে হওয়া জরুরী মনে করবে না বরং; যে কোন দিন করলে চলবে।

(২) সওয়াব রেসানীর জন্য অনেকে তিন দিনা, সাত দিনা, ত্রিশা, চল্লিশা বা এ জাতীয় রসমী অনুষ্ঠান করে, কুলখানী করে, মীলাদ পড়ায়, ধুমধামের সাথে ধনী লোক ও আত্মীয়-স্বজন দাওয়াত করে খাওয়ায় ইত্যাদি। এগুলো ভুল ও হিন্দুয়ানী তরীকা। শরীআতের দৃষ্টিতে খুশীর সময় দাওয়াত খাওয়ানোর নিয়ম। আর পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু কোন খুশীর বিষয় নয়। তাই এ সময় দাওয়াত খাওয়ানো কুসংস্কার।

www.islamijindegi.com

একান্ত যদি সওয়াব পৌঁছানোর জন্য কেউ খানা খাওয়াতে চায়, তাহলে শুধু গরীবদেরকে দাওয়াত করে খাওয়াবে। আর উন্নতমানের গরীব হচ্ছে গরীব তালিবে ইলম। সুতরাং তাদেরকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে কোন ভাল মাদরাসার লিল্লাহ বোডিংয়ে উক্ত টাকা দিয়ে দিবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/ ২৪০, আহকামে মায়্যিত-২৪১, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম-৫/ ৪৪, ফাতাওয়া রহীমিয়া-১/ ৩৯৬)

বলা বাহুল্য, মুর্দাকে কবরে রাখার পরবর্তী মুহূর্ত হতেই সে সন্তানাদি এবং আত্মীয়দের পক্ষ থেকে সওয়াব রেসানীর অপেক্ষা করতে থাকে। আর আত্মীয়-স্বজন চায় ত্রিশ দিন বা চল্লিশ দিন পর তা পাঠাতে। তাহলে তা কত বড় নির্বুদ্ধিতা! কারো পিতা যদি কোন কারণে জেলে যায়, তাহলে কোন আহমক ছেলে আছে কি যে চল্লিশ দিন পর পিতাকে জেল থেকে বের করার তদবীর শুরু করে? নিশ্চয়ই না! সুতরাং ত্রিশা, চল্লিশা হিন্দুয়ানী প্রথা, তা অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। (ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, ১৩৭)

www.islamijindegi.com

অনেকে টাকা-পয়সার বিনিময়ে অর্থাৎ চুক্তির মাধ্যমে কুরআন ও শবীনা খতম, মীলাদ ইত্যাদি পড়িয়ে সওয়াব রেসানী করে অথবা চুক্তি ছাড়া এমনিতেই হাদিয়া বলে তিলাওয়াতকারীদের কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে থাকে। তাদের এ কাজ হারাম ও নাজায়েয। এতে তারাও গুনাহগার হয় আর তিলাওয়াতকারীও গুনাহগার হয় এবং মাসআলা না জানার দরুন হারাম পয়সা গ্রহণ করে। আর মৃত ব্যক্তির আমলনামায় কিছুই পৌঁছে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী-২/ ২৪১, ৬/ ৫৬, আহসানুল ফাতাওয়া-১/ ৩৭৫)

কারণ, এ ব্যাপারে শরীআতের বিধান হল, প্রথমে তিলাওয়াতকারী সওয়াব পায়। তারপর তিনি যার নামে বখশে দেন, সে ব্যক্তি সওয়াব পায় আর তিলাওয়াতকারী যদি বিনিময় গ্রহণের আশায় পড়ে বা পড়ার কারণে বিনিময় গ্রহণ করে, তাহলে গলত নিয়তের কারণে সে নিজেই কোন সওয়াব পায় না তথা তার সওয়াবই বাতিল হয়ে যায়। এরপর সে ব্যক্তি যদি অন্যকে বখশে দেয়, তাহলে কি জিনিস বখশে দিল? তার কাছে তো বখশে দেয়ার মত

www.islamijindegi.com

কোন সওয়াবই নেই। সুতরাং বর্তমানে এ জাতীয় যে প্রথা চলছে, কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং ধোঁকা ও প্রতারণার শামিল। (রদ্দুল মুহতার, ৬/ ৫৬-৫৭/ আহসানুল ফাতাওয়া-১১/ ৩৭৫)

হাশরের ময়দানে দেখা যাবে মুর্দার আমলনামায় কিছুই পৌঁছেনি। তখন গলত তরীকায় যারা খতম পড়িয়েছে এবং বুঝে শুনে এভাবে যারা খতমের বিনিময়ে হারাম পয়সা গ্রহণ করেছে, তাদের চরম বেইজ্জতী হবে। সুতরাং মুর্দার আত্মীয়গণ নিজেরাই যতটুকু পারে কুরআন পড়ে সওয়াব বখশে দিবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, তিনবার সূরা ইখলাস পড়লে এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যায়। যারা তিলাওয়াত জানেনা তারা এটা পড়ে দিবে বা এমন আলিম দ্বারা পড়াবে যারা সওয়াব রেসানী করে টাকা-পয়সা গ্রহণ করেন না। এর জন্য উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে আলিম-উলামাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাদের নিকট সর্বদা যাতায়াত করা। তাহলে তার আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে সে বিনিময় প্রদান ছাড়াই উক্ত

www.islamijindegi.com

আলিমগণের তিলাওয়াত অবশ্যই পাবে ইনশা-আল্লাহ। খবরদার! অনর্থক রসম পালন করবে না। কারণ, তাতে কোন ফায়দা তো নেই, বরং হারাম পন্থায় পয়সা দেয়ার কারণে গুনাহগার হতে হয়।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ায়, যেমন-ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির জন্য, রোগ-ব্যাধি ভাল হওয়ার জন্য বা ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত হওয়ার জন্য, তাহলে সেক্ষেত্রে বিনিময় দেয়া ও নেয়া উভয়টা জায়েয। এতে শরীআতের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। (বুখারী শরীফ-২/ ৮৫৪, মুসলিম শরীফ-২/ ২২৪)

(৩) সওয়াব রেসানীর আরেকটি তরীকা হচ্ছে-গরীব-মিসকিনদেরকে খানা খাওয়ানো। অনেকে মায়্যিতের ইজমালী সম্পত্তি থেকে খানা খাওয়ায়। এ ক্ষেত্রে সকল ওয়ারিশ যদি বালিগ হয় এবং সকলের পরামর্শে বা সম্মতিতে তা হয়, তাহলে শরীআতের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কোন একজন ওয়ারিশও যদি নাবালিগ বা পাগল থাকে বা কেউ এতে অসম্মত থাকে, তাহলে এরূপ করা

www.islamijindegi.com

নাজায়েয হবে এবং এই খানা খাওয়াও নাজায়েয হবে। এর দ্বারা ইয়াতীমের মাল খাওয়ার গুনাহ হবে, যদিও ঐ নাবালিগ বা পাগল অনুমতি দেয়। কেননা শরীআতে তার অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য উত্তম পদ্ধতি হল সম্পত্তি বণ্টনের পর বালিগ ওয়ারিশগণ নিজস্ব মাল থেকে তাওফীক অনুযায়ী খাওয়াবে। (বাইহাক্বী শরীফ-৬/ ১০১)

ইয়াতীমের মাল খাওয়া

বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইয়াতীমের মালের সঠিক তদারকী করা হয় না। যার পরিণতিতে ইয়াতীম নাবালিগ সন্তানের মুরব্বী যেমন, মা বা বড় ভাই যারা থাকে, তারা নিজেরাই ইয়াতীমের মাল খেয়ে থাকে। আত্মীয়-স্বজন ও মেহমানদের খাওয়ায়ে তাকে। মসজিদ-মাদরাসায় দান করে থাকে। আলেম উলামাদেরকে দাওয়াত করে খাইয়ে থাকে। অনেক বছর পর ইয়াতীম সন্তান যখন বড় হয়, তখন তাকে শুধু জমি ও বাড়ির অংশ বুঝিয়ে দেয়া হয়। অথচ এত বৎসর তার ঐ সব সম্পত্তিতে যে ফসল উৎপন্ন হয়েছে বা ভাড়া পাওয়া গিয়েছে

www.islamijindegi.com

বা উপার্জন হয়েছে, তা থেকে তার পিছনে আয়ের সবটা ব্যয় হয়নি! অথচ এ বর্ধিত অংশ নিজেরা খরচ করে ফেলে, ইয়াতীমকে বুঝিয়ে দেয় না।

মনে রাখবেন, এসবই ইয়াতীমের মাল খাওয়ার দরুন হারাম ও জাহান্নাম খরীদ করার শামিল। ইয়াতীম অর্থাৎ নাবালিগ সন্তান বড়দের সমান অংশ পাবে। কোন ক্ষেত্রে এক কড়া ক্রান্তিও কম পাবে না। তারপর ইয়াতীমের অভিভাবক উক্ত মাল থেকে তার ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা ও লেখা-পড়ার জন্য খরচ করতে থাকবে এবং অবশিষ্ট অংশ তার নামে হিফাজত করতে থাকবে। যখন ইয়াতীম সন্তান বালিগ ও বুদ্ধিমান হবে তখন তার সমুদয় সম্পত্তি এবং তার থেকে বর্ধিত আয় তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটি বড়ই নাজুক। কারণ, কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে, ‘যারা অবৈধভাবে ইয়াতীমের মাল খায়, তারা তাদের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে’। (সূরা নিসা, -১০)

www.islamijindegi.com

উল্লেখ্য, শুধু মৃত গরীবের সন্তানকেই ইয়াতীম বলা হয় না, বরং কোটিপতির নাবালিগ ছেলে বা মেয়েও শরীআতের পরিভাষায় ইয়াতীম। সুতরাং তাদের মাল কোনভাবে খাওয়াও ইয়াতীমের মাল খাওয়া এবং জাহান্নামের আগুন খাওয়ার নামান্তর। (কাওয়ায়িদুল ফিকহ-৫৫৪)

বোনদের মাল খাওয়া

বোনদের অংশও তাদের হাতে বুজিয়ে দেয়া জরুরী। এ ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক অপরাধ হচ্ছে যে, সাধারণত ভাইয়েরা বোনদের অংশ দেয় না বা দিলেও সামান্য কিছু দিয়ে বিদায় করে দেয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, বোনেরা লৌকিকতা করে ভাইদেরকে বলে যে, আমি অংশ নিব না। ভাইকে দিয়ে দিলাম। বোনদের এ কথায় তো ভাইয়েরা মহাখুশী। বোনদের খুবই আদর-যত্ন শুরু করে দেয়। তারা একটিবারও চিন্তা করে না যে, বোনেরা এ কথা কেন বলে? তাদের কি সম্পদের প্রয়োজন নেই? না তাদের সন্তান নেই? সবই তো আছে! তাহলে তারা নিজেদের অংশ কেন

www.islamijindegi.com

ছেড়ে দিচ্ছে? আসল কথা এই যে, অধিকাংশ বোনেরা মনে করে যে, আমি যদি বাপের অংশ গ্রহণ করি, তাহলে বাপের ভিটায় আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।

ভাইয়েরা স্থান দেবে না, খাতির-তোয়াযও করবে না। সুতরাং সে রাস্তা জারী রাখার জন্য যখন দেখে যে, এর বিকল্প কোন পথ নেই, তখন তারা লৌকিকতা করে তাদের অংশের দাবী ছেড়ে দেয়। অথচ এভাবে দাবী ছাড়লে উক্ত সম্পত্তি ভাইয়ের জন্য কখনো হালাল হয় না। কেননা, অন্তরে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে একজনের মাল অপরজনের জন্য হালাল নয়। (মিশকাত শরীফ-২/ ৪১৯, ১/ ২৬১, বাইহাক্বী শরীফ-হাদীস নং-১১৫৪৫, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া-২/ ২৫৫)

সুতরাং বোনদেরকে ঠকানো বা লৌকিকতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত মাল অবৈধ ও হারাম। এতে বান্দার হক নষ্ট করা হয়, যা মহাপাপ। ইয়াতীমের মাল খাওয়ার মত এটা এত বড় পাপ যে, আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করবেন না। কিয়ামতের ময়দানে

www.islamijindegi.com

এর বদলে নেকী দিতে হবে। নেকী শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারদের গুনাহের বোঝা নিতে হবে। তাছাড়া এর দ্বারা নিজেও হারাম খাওয়া হয় এবং স্ত্রী সন্তানদেরকেও হারাম খাওয়ানো হয়। এতে সন্তান নাফরমান হয়ে যায়। সুতরাং কখনো এ ধরনের লোভ করা উচিত নয়।

এ ব্যাপারে শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি হল, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা বোনদের ন্যায্য অংশ তাদের হাতে বুঝিয়ে দেবে এবং তাদের লৌকিকতার দান গ্রহণ করবে না বরং বুঝিয়ে বলবে যে, তোমাদেরও মালের প্রয়োজন আছে। তোমাদের সন্তানাদিরও মারের প্রয়োজন পড়বে।

সুতরাং তোমাদের অংশ তোমরা অবশ্যই নিয়ে যাও। আমরা আজীবন আমাদের নিজস্ব মাল দ্বারা সাধ্যানুযায়ী তোমাদের খেদমত ও দেখাশুনা করব ইনশাআল্লাহ। কারণ, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, কেউ যদি নিজের হায়াত ও মালের মধ্যে বরকত চায়, তাহলে সে যেন সিলা রেহমী করে আত্মীয়-স্বজন

www.islamijindegi.com

বিশেষ করে বোন, ফুফু ও খালাদের খেদমত করে এবং তাদের খোঁজ-খবর রাখে। (মাআরিফুল কুরআন বাংলা, সৌদি সংস্করণ, ২৩৬, বুখারী শরীফ-হাদীস নং-৫৯৮৬, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২৫৫৭, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১৬৯৩, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-১২১৬, আযীযুল ফাতাওয়া-৭৮৩, ইমদাদুল মুফতীন-১০৫১)

এভাবে বুঝিয়ে বললে দেখা যাবে- তারা তাদের অংশ গ্রহণ করতে রাজী হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, এভাবে বুঝিয়ে বলে যখন তাদেরকে তাদের অংশের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে, এরপরও যদি কোন বোন নিজের মালের একাংশ নিজের ভাইকে হাদিয়া দেয়, তাহলে শরীআতের দৃষ্টিতে সেটা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই; বরং সেটা ভাইয়ের জন্য হালাল হবে। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের মহরের ব্যাপারটিও এর উপর ভিত্তি করে বুঝে নেয়া কর্তব্য। কোন চাপে বা লৌকিকতা করে যদি তারা মহর মাফ করে দেয়, তাহলে তা কখনো মাফ হবে না; বরং মহরানা পরিশোধের পর বা পূর্ণরূপে তাদের মালিকানা বুঝিয়ে দেয়ার পর

www.islamijindegi.com

যদি তা থেকে কিছু হাদিয়া হিসেবে দেয়, তাহলে তা স্বামীর জন্য গ্রহণ করা জায়েয, অন্যথায় নয়। (সূরা নিসা-৪, মাআরিফুল কুরআন-২/ ২৯৮, বাইহাক্বী শরীফ-৬/ ১০১)

(৪) সওয়াব রেসানীর প্রচলিত আরেকটি বদরসম হল- মাইকে শবীনা বা খতম পড়ানো। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর মধ্যে অনেকগুলি হারাম কাজের সমন্বয় পাওয়া যায়। যেমন রিয়াকারী, লোক দেখানো, কুরআন তিলাওয়াতের বেহুরমতী ইত্যাদি। (ফাতাওয়ায়ে শামী-২/ ২৪১)

সুনাম-সুখ্যাতি উদ্দেশ্য না হলে মাইকে পড়ানোর প্রয়োজন কি? আল্লাহ তো আর বধির নন। তাছাড়া এলাকার লোকেরাও তার কাছে মাইকে কুরআন শোনানোর জন্য দরখাস্ত করেননি।

তাহলে নাম কামানো ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এছাড়াও এর কারণে সারারাত মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাদেরকে মহা সমস্যায় ফেলা হয়। আশপাশের লোকজন পেরেশান হয়ে যায়। অসুস্থ ব্যক্তিরা ঘুম না হওয়ায় আরো বেশী

www.islamijindegi.com

অসুস্থ হয়ে পড়ে। অথচ শরীয়ত কাউকে এভাবে সমস্যায় ফেলার অনুমতি দেয় না। যারা রাতে যিকির-আযকার করে, তাহাজ্জুদ পড়ে তাদেরও এ কারণে ভীষণ অসুবিধা হয়। তাছাড়া এতে কুরআনের বেহুরমতী হয় প্রচণ্ডভাবে। কেননা যেখানে সকলে মনোযোগের সাথে কুরআন শ্রবণ করে শুধুমাত্র সেখানেই উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াতের অনুমতি আছে। কিন্তু যেখানে সকলে স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত, কুরআন শোনার মত ফুরসত তাদের কারো নেই সেখানে আওয়াজ করে কুরআন তিলাওয়াত ঠিক নয়। এভাবে অনেকগুলি হারামের সমষ্টির নাম হচ্ছে প্রচলিত শবীনা বা খতম পড়ানো। তারপর যদি তা আবার অর্থের বিনিময়ে হয়, তাহলে তো গুনাহের মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এরপর এ সব হারাম ও গুনাহের সমষ্টিকে সওয়াব মনে করা আরেকটি হারাম এবং তা ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকী স্বরূপ আর এতসব হারামকে সওয়াব মনে করে বাপ-মায়ের রূহে বখশে দেয়া যে কত বড় অপরাধ, তা বলার

অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এসব বদরসম বন্ধ করা একান্ত জরুরী। (সূরা আ'রাফ-২০০৪, মিশকাত শরীফ-৪০৩, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১/ ১৯১, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-১/ ১৮৮, আযীযুল ফাতাওয়া-৯৮, আহসানুল ফাতাওয়া-১/ ৩৪৭)

তবে অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, কোথাও জায়েয পন্থায় সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত হয় বা কুরআন শরীফের খতম হয়, এবং অনেক লোক আদবের সাথে সেই তিলাওয়াত শুনতে আগ্রহী হয়, আর তিলাওয়াতকারীর আওয়াজ তাদের সকলের নিকট পৌঁছতে মাইকের প্রয়োজন হয় এবং এমন সাউন্ড বক্স ব্যবহার করা হয়- যার আওয়াজ উক্ত মজলিসে সীমাবদ্ধ থাকে, যাতে অন্য লোকদের অসুবিধা না হয় তাহলে এ ধরনের অনুষ্ঠানে মাইক ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই।

(৫) সওয়াব রেসানীর আরেকটি গলত প্রথা হল, প্রচলিত পদ্ধতিতে মীলাদ পড়ানো। যার মধ্যে সূরা ক্বিরা'আত তেমন কিছু পড়া হয় না; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতেরও কোন

www.islamijindegi.com

আলোচনা হয় না বরং (ক) কিছু আরবী, ফারসী, বাংলা কবিতা গাওয়া হয়! (খ) তাওয়াল্লুদ-এর নামে এক উদ্ভট জিনিস পড়া হয়, যার প্রমাণ শরীআতে নেই, (গ) এরপর দরূদের নামে 'ইয়া নবী সালামালাইকা' ইত্যাদি পড়া হয়, অথচ এটা কোন দরূদ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য বহু দরূদ রেখে গেছেন- যা সহীহ হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। তার মধ্যে এ ধরনের কোন দরূদ নেই। যেভাবে পড়া হয় এবং যা পড়া হয় তার শব্দগুলোও সহীহ নয়। আর এগুলো আরবী ব্যাকরণেরও পরিপন্থী এবং এর অর্থও সহীহ নয়। এগুলোর ব্যাখ্যা কোন মুহাক্কিক আলিম থেকে জেনে নিবেন। এ ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। উল্লেখিত তিনটি গলতের সমষ্টির নাম হচ্ছে মীলাদ বা মৌলুদ শরীফ। এর মধ্যে সওয়াব হওয়ার মত কিছুই নেই। এরপরও সেটাকে মহা সওয়াবের কাজ মনে করে বখশে দেয়া হচ্ছে। উম্মত দীনী শিক্ষার ব্যাপারে গাফেল থাকার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে কেউ যদি

সহী ভাবে মীলাদ পড়াতে বা দু'আকরাতে চায়, তাহলে তার পদ্ধতি হল- কুরআনে কারীম থেকে সূরা ইখলাস বা সূরা ইয়াসীন কিংবা অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত (যা তার দুনিয়ায় আগমনের এবং মীলাদের প্রধান উদ্দেশ্য) থেকে কিছু বর্ণনা করবে। তারপর সহীহ হাদীসে যে সব দরূদ বর্ণিত হয়েছে, তার থেকে যেটা সহজ মনে করা হয়, সেটা প্রত্যেকে নিজস্ব ভাবে এগারবার বা কম বেশি পড়ে নিবে। এরপর উপস্থিত লোকেরা সকলে মিলে দু'আকরে দিবে। এরূপ মীলাদ যদি সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে পড়ানো হয়, তাহলে এর দ্বারা সওয়াবের আশা করা যেতে পারে।

বরং এ ধরনের মীলাদ বা বয়ানের দ্বারা যেহেতু সাধারণ মানুষ শরীআতের অনেক জরুরী মাসায়িল শিক্ষা লাভ করে থাকে, যা দীনের দাওয়াত ও তা'লীমের বিরাট মাধ্যম। সুতরাং এর দ্বারা বড় ধরনের সওয়াবের আশা করা যায় এবং তা বখশেও দেয়া যায়। তবে এর জন্য কোন প্রকার বিনিময়

www.islamijindegi.com

গ্রহণ করা জায়েয হবে না। আর যদি দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে মীলাদ পড়ানো হয়, তাহলে বিনিময় গ্রহণ ও লেনদেন করতে কোন অসুবিধা নেই। (নাসায়ী শরীফ-১৫৭৮, তালীফাতে রশীদিয়া-১১২-১১৩, আহসানুল ফাতাওয়া-১/ ৩৪৮)

উল্লেখ্য, সওয়াব রেসানীর লক্ষ্যে এ'লান বা ঘোষণা করে লোকজন জমা করা এবং শোকসভা করা শরীআতের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। মৃত্যু সংবাদ জানার পর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব প্রত্যেকে নিজ স্থানে যতটুকু সম্ভব কুরআন তিলাওয়াত করে বা তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে সওয়াব রেসানী করে দিবে, এটাই সহীহ তরীকা। তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, কোথাও জায়েয কোন উদ্দেশ্যে লোকজন জমা হয়েছে, যেমন- ওয়াজ মাহফিলে বা কোন বয়ানের ব্যবস্থা করা হলে বা মাদরাসার মধ্যে ছাত্র শিক্ষক এমনিতেই সর্বদা উপস্থিত থাকেন; তারা নামাযের পর বা অন্য কোন সময় খাস কোন মুর্দার জন্য দু'আকরে দেবেন। এতে কোন অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়ায়ে শামী-২/ ২৪০, আহকামে মায়্যিত-২৪৪)

www.islamijindegi.com

(৬) মৃত ব্যক্তি নাজায়েয কোন ওসিয়্যত করে গেলে তা পূর্ণ করবে না। যেমন- অনেকে দূর দেশে বা নিজ বাড়ীতে তাকে দাফন করার জন্য অসিয়ত করে গেছে এমনিভাবে মৃত্যুর পর তার চোখ বা কিডনী কাউকে দান করে দেয়ার ব্যাপারে ওসিয়্যত করে যায়, সেই ওসিয়্যত সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং তা পূরা করাও নাজায়েয। (আহকামে মায়্যিত-২২৬)

(৭) তড়িৎ সম্পত্তি বণ্টন করে যার যার অংশ বুঝিয়ে দেয়ার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়। অধিকাংশ লোক সম্পদ বণ্টনে কয়েক বছর দেরী করে থাকে। এমনকি অনেকে তো মীরাছ বণ্টনই করে না, এটা নাজায়েয। যার ফলে একজন অন্যজনের, ভাইয়েরা বোনদের এবং মা-ভাই বোনেরা ইয়াতীমের অংশ খেতে থাকে। এতে করে তাদের রিযিকে হারামের সংমিশ্রণ ঘটে তাদের রিযিক হারাম হয়ে যায়। অনেকে এই অজুহাতে মীরাছ বণ্টন করে না যে, এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে, যা একেবারেই খোড়া

অজুহাত। বরং এর দ্বারা আরো আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। (আহকামে মায়্যিত/ ১৪৬-১৪৯)

(৮) কোন কোন বিধবা মেয়েরা বলে থাকে যে, বিবাহ তো জীবনে একবারই হয়, এটা কুফরী কথা এবং হিন্দুয়ানী প্রথা। সুতরাং এ জাতীয় ঈমান বিধ্বংসী কথা-বার্তা থেকে খুবই সতর্ক থাকবে! পূর্বেও বলা হয়েছে যে, ইসলামে বিধবাকে বিবাহ দেয়ার ব্যাপারে খুবই তাকিদ দেয়া হয়েছে। এমনকি কোন বিধবা মহিলা যদি নিজের ইজ্জতের হিফাজতকে কঠিন মনে করে, সে ক্ষেত্রে তার জন্য বিবাহ করা ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ সব বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত

www.islamijindegi.com